প্রায়শ্চিত্তকাল

বিশেষ সংখ্যা

৪০তম জাতীয় যুব দিবস - ২০২৬

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৭ ❖ ১ - ৭ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর সাক্ষী হওয়ার প্রত্যয়ে বনপাড়া, রাজশাহীতে ৪০তম জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

৪০তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও'র বাণী

ত্যাগের সাধনা : উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদান

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা **'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৮,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১২,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৮,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,৫০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	৩,০০০ টাকা

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৭
০১ মার্চ - ০৭ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৬ ফাল্গুন - ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

যুব ক্রুশ, যুব দিবস ও বাংলাদেশের যুবাদের বাস্তবতা

খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসীয় জীবনে ক্রুশ থাকে অনন্য মর্যাদায়। কেননা এই ক্রুশেই প্রাণ ত্যাগ করে প্রভু যিশু জগতের মুক্তি এনেছেন। তাই ক্রুশ শুধু দৃশ্যমান কোন চিহ্ন নয় কিন্তু ভালোবাসা, আত্মদান ও অনুপ্রেরণার এক উৎস। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী জীবনের বিভিন্ন বাস্তবতায় ও প্রয়োজনে ক্রুশকে আপন জীবনে প্রথম স্থানে রাখে। ক্রুশ একদিকে যেমনি দুঃখ-কষ্ট বহন করার শক্তি দেয় তেমনি ভালোবাসাও প্রকাশ করে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে সকল ধরণের ক্রুশই যিশুর ভালোবাসা ও আত্মদানের প্রকাশ।

সাধারণ কাঠের কাঠামোতে তৈরি যুব ক্রুশ সাধারণ অবয়বে সীমাবদ্ধ নয়: এটি যিশু খ্রিস্টের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং মৃত্যু বিজয়ের জীবন্ত প্রতীক। আশির দশকে সাধু পোপ ২য় জন পল যখন যুবকদের হাতে এই ক্রুশ তুলে দিয়েছিলেন, তখন থেকেই এটি হয়ে উঠেছে তারুণ্যের শক্তির আধার। আর বিশ্ব যুব দিবসের সূচনাও হয় একটি ক্রুশ ও একটি স্বপ্নকে নিয়ে। এই কাথলিক ঐতিহ্যটি বৈশ্বিকতায় বেড়ে উঠছে যুবপ্রাণকে বিশ্বাসে, আশায় ও প্রেরণকাজে একত্রিত করে। ২২ এপ্রিল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পুণ্যপিতা ২য় জন পল যুবদেরকে সাক্ষ্য দানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমার প্রিয় যুব বন্ধুগণ, পবিত্র বর্ষের সমাপ্তিতে আমি এই জুবিলী বর্ষের চিহ্ন–খ্রিস্টের ক্রুশ–তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। মানবজাতির প্রতি খ্রিস্টের প্রেমের প্রতীক হিসেবে এটিকে সমগ্র বিশ্বে বয়ে নিয়ে যাও এবং সকলের কাছে ঘোষণা করো যে, পরিত্রাণ ও মুক্তি কেবলমাত্র সেই খ্রিস্টের মধ্যেই নিহিত, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতও হয়েছেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত খ্রিস্টান যুবকেরা বিশ্বস্ততার সাথে যুব ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। আজ বিশ্ব যুব দিবসের মূল প্রতীক হলো 'যুব ক্রুশ'।

যুব ক্রুশ কেবল একটি ধর্মীয় প্রতীক নয়; এটি ত্যাগ, সংগ্রাম, ক্ষমা ও মানবসেবার আহ্বান। তরুণদের জীবনে নানা প্রলোভন, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই ক্রুশ স্মরণ করিয়ে দেয়–ত্যাগ ছাড়া পুনরুত্থান নেই, দায়িত্ব ছাড়া পরিবর্তন নেই। খ্রিস্টান যুবকদের জন্য এটি নৈতিক দৃঢ়তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। আজকের বিশ্বে, যেখানে ভোগবাদ, প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ছে, সেখানে যুব ক্রুশ তরুণদের আহ্বান জানায় সমাজের দুর্বল, প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। গির্জাতে সীমাবদ্ধ না রেখে এই মূল্যবোধ সকল স্থানেই ছড়িয়ে দিতে হবে ।

যুব ক্রুশকে কেন্দ্রে রেখেই বিশ্ব যুব দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়েই জাতীয় যুব দিবস পালন করার একটি সুন্দর ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। এই জাতীয় যুব দিবসে বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিত্বকারী যুবক-যুবতীরা কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভিন্নতাকে বিশ্বাসীয় একতায় আপন করে নিয়ে মিলিত হয় ভ্রাতৃত্ব প্রকাশে। আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় যুবদিবসকে যুবাদের মিলনমেলা মনে হলেও তাতে থাকে খ্রিস্ট শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হবার বহু উপকরণ, হতাশা-ব্যর্থতাকে জয় করার কৌশল রপ্ত করার পদ্ধতি, শ্রবণ ও পাশে থাকার কৃষ্টি গড়া এবং একসাথে পথচলার দৃঢ় মনোভাব গড়ার শিক্ষা। আনন্দের সাথেই এ কাজগুলো করা হয় বলে তা হয়ে ওঠে উৎসব। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দেও বনপাড়াতে 'তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ'- বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর যুবারা এক মঞ্চে মিলিত হয়ে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ সৃষ্টি করেছে। এই মিলনমেলা যুবাদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দেয় যে, তারা এক বৃহৎ পরিবারের অংশ। এটি তাদের নেতৃত্ব বিকাশের পাঠশালা, যেখানে তারা শেখে কীভাবে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান যুবাদের পথচলা আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে উচ্চশিক্ষা ও উন্নত জীবনের নেশায় দেশান্তরী হওয়ার প্রবণতা, অন্যদিকে রয়েছে নিজ দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব ও অধিকার প্রমাণের সংগ্রাম এবং মাদকের হাতছানিকে না বলা। কিন্তু বর্তমান সময়ের দাবি হলো যুগোপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতায় নিজেদের সমৃদ্ধ করা। বাংলাদেশের খ্রিস্টান যুবকদের শক্তি তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নিহিত। যদি ধর্মপল্লী, পরিবার ও সমাজ সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে এই যুবকেরাই হতে পারে নৈতিকতা ও মানবিকতার আলোকবর্তিকা।

যুব ক্রুশ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ত্যাগের পথ সহজ নয়, কিন্তু সেটিই পরিবর্তনের পথ। যুব দিবস তাই কেবল উদযাপনের নয়; এটি অঙ্গীকারের দিন। আজ প্রয়োজন এমন এক যুবসমাজ, যারা বিশ্বাসে দৃঢ়, চিন্তায় প্রগতিশীল এবং কাজে মানবিক। †

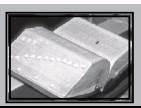

তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ ডনিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন। (মথি ১৭:৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

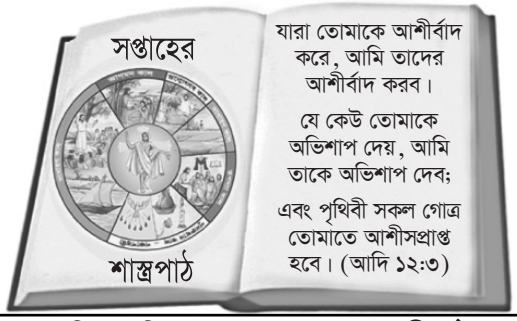

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০১ মার্চ - ০৭ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০১ মার্চ, রবিবার
তপস্যাকালের ২য় রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
পুণ্যভূমি দিবস
আদি ১২: ১-৪, সাম ৩৩: ৪-৫, ১৮-২০, ২২, ২ তিম ১: ৮-১০, মথি ১৭: ১-৯ (পুণ্যভূমি দিবসের দান সংগ্রহ)

০২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
দানি ৯: ৪-১০, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, লুক ৬: ৩৬-৩৮

০৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
ইসা ১: ১০, ১৬-২০, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ২৩: ১-১২

০৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
সাধু কাসিমির
জেরে ১৮: ১৮-২০, সাম ৩১: ৪-৫, ১৩-১৫, মথি ২০: ১৭-২৮

০৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
জেরে ১৭: ৫-১০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

০৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
আদি ৩৭: ৩-৪, ১২-১৩, ১৭-২৮, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ২১: ৩৩-৪৩, ৪৫-৪৬

০৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
তপস্যাকালের ২য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ১০৩: ১-৪, ৯-১২, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০১ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯১ সি. এম কর্ণেলিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

০২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৮৫ সি. বার্ণার্ড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সি. মেরী সান্ত্বনা, এসএমআরএ (ঢাকা)

০৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪৪ ফা. রেমন্ড মাসার্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সি. মেরী কলেট, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফা. হেনেসী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রা. ম্যাথিও যোসেফ গারা, সিএসসি

০৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৬ সি. ভের্জিনিয়া তাভের্না, এসসি (ঢাকা)

০৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬০ সি. এম. করোনা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোফেস, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফা. জ্যাঁ-ডরিস মাকত্তি, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৭১ ফা. রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফা. রবার্ট লাভে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

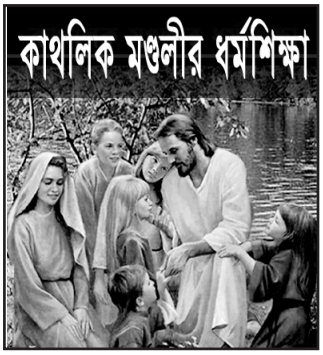

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১১৭ যেকোন ধরনের যাদুবিদ্যা বা তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করার এবং অপরের উপর অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা যদিও বা তা কারো আরোগ্যলাভের জন্য হয়- ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ। এসব কাজ যখন কারো ক্ষতি করার উদ্দেশে করা হয় বা যখন শয়তানের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয় তখন তা অধিকতর নিন্দনীয়। তাবিজ-কবজ পরাও নিন্দনীয় অপরাধ। প্রেততত্ত্বে অনেক সময় দৈবজ্ঞগিরি বা যাদুমন্ত্রের খেলা থাকে। খ্রীষ্টমণ্ডলী তাই এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দেয়। তথাকথিত প্রচলিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার নামে অপশক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা অপরের বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

ধর্মহীনতা

২১১৮ ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞা ধর্মহীনতার প্রধান পাপগুলোর নিন্দা করে: কথায় বা কাজে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা, পবিত্র বস্তু বা ব্যক্তির অবমাননা, অর্থের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ক্রয় -বিক্রয়।

২১১৯ ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর মঙ্গলময়তা এবং সর্বময় ক্ষমতাকে কথায় বা কাজে যাচাই করতে যাওয়া। শয়তান যীশুকে মন্দিরের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়তে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল এবং এই ইঙ্গিতের দ্বারা ঈশ্বরকে কাজ করতে বাধ্য করাতে চেয়েছিল। যীশু ঐশবাণী দ্বারা শয়তানকে পরাভূত করেন, "তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করবে না।" ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ তা সৃষ্টিকর্তা প্রভুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তা তাঁর ভালবাসা, ঐশ্বরিক শক্তি এবং ক্ষমতার বিষয়ে সর্বদা মনে সন্দেহ জাগায়।

২১২০ অপবিত্রীকরণ অর্থাৎ সংস্কারসমূহ বা অন্যান্য উপাসনা-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, এমনকি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান সমূহের অবমাননা করা পবিত্র কিছুকে অপবিত্রীকরণের পর্যায়ে পড়ে। অপবিত্রীকরণ গুরুতর পাপ, বিশেষতঃ যখন তা খ্রীষ্টপ্রসাদের বিরুদ্ধে করা হয়। কারণ এই সংস্কারে খ্রীষ্টের প্রকৃত দেহ আমাদের জন্য বাস্তবে উপস্থিত করে।

২১২১ অর্থের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক বিষয় বা বস্তুর আদান-প্রদানকে 'শিমনী' (Simony), অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের অপরাধ বলা হয়। প্রেরিতদূতগণের কাজ দেখে যাদুকর শিমন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কিনতে চেয়েছিল আর তাই সাধু পিতর তাকে বললেন: "তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে। এভাবে পিতর স্বয়ং যীশুর কথারই প্রতিধ্বনি করেন: "তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।" "আধ্যাত্মিক বস্তুকে নিজের সম্পদ ক'রে নেয়া এবং তার মালিক বা মনিব হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, কারণ ঐ সবের উৎস স্বয়ং ঈশ্বর। শুধু তাঁর কাছ থেকে বিনামূল্যে তা পাওয়া যেতে পারে।

২১২২ "সেবাকর্মীর সংস্কার প্রদানের বিনিময়ে যথার্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট-করা দান ব্যতীত অন্য কিছুই চাওয়া উচিত নয়। তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে অভাবীরা তাদের দরিদ্রতার কারণে পবিত্র সংস্কার থেকে বঞ্চিত না হয়।" খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেবাকর্মীদের ভরণ-পোষণের জন্য খ্রীষ্টভক্তদের যে দান করা উচিত, এই নীতি অনুসারেই যথার্থ কর্তৃপক্ষ উক্ত "দানসমূহ" নির্ধারণ করে থাকেন। "কর্মী নিজের অন্নবস্ত্র পাবার যোগ্য"।

নিরীশ্বরবাদ

২১২৩ "আমাদের সমসাময়িক যুগে অনেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ এবং জীবন্ত সম্পর্কের কথা হয় মোটেই বুঝতে পারে না, অথবা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তাই নিরীশ্বরবাদকে আমাদের বর্তমান যুগের একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।"

ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু

তপস্যাকালের ২য় রবিবার

আদিপুস্তক: ১২: ১-৪

দ্বিতীয় পাঠ: তিমথি: ১: ৮-১০

সুসমাচার: মথি: ১৭: ১-৯

মূলসুর: যিশুর রূপান্তর: আমাদের ব্যক্তিগত রূপান্তরের চেতনায়ান

একজন শিক্ষিকা বাগানে ফুলগাছে পানি দিচ্ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন তারই এক ছাত্রী বয়স ১২/১৩, খুবই বিষন্ন-বিমর্ষ হয়ে আনমনে বসে আছে: শিক্ষিকা জানতে চাইলে ছাত্রী বলল তার জীবনের কথা। সে দুর্বিসহ সময় পার করছে; সে তার জীবন নিয়ে তিক্ত -এসব তার জীবন শেষ করে দিতে পারে। শিক্ষিকা ছাত্রীকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে একটা গ্লাসে অর্ধেক পূর্ণ করে জল রাখল। শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন, গ্লাসটি কি অর্ধেক পূর্ণ নাকি অর্ধেক খালি? ছাত্রী উত্তর দিল: দুটোই; অর্ধেক পূর্ণ ও খালি/শূন্য গ্লাস।

শিক্ষিকা বলল, ঠিক বলেছ, শিক্ষিকা শিক্ষা দিল: মনে রেখো, আমাদের জীবনের কাপ/গ্লাস সম্পূর্ণ পূর্ণ বা শূণ্য নয়। অর্থাৎ জীবনে আনন্দ (happiness) এবং দুঃখ (sorrow) আছে। এটাই বাস্তবতা। কারো জীবনের কাপ/গ্লাস দুঃখের বা আনন্দের তা নির্ভর করে কিভাবে সে জীবনের কাপ/গ্লাস দেখে।

হতাশা/বিষাদ/অন্ধকার/কষ্ট জীবনের অংশ। এসব পেড়িয়ে এসবের আড়ালে রয়েছে সুখ/আনন্দ।

১ম পাঠ: (আদি) পাপের পথে না গিয়ে বরং আলোর পথে চলে যারা তারাই হয়ে উঠে ঈশ্বরের পরম প্রীতিভাজন। বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম দায়িত্ব ও আশীর্বাদ পেলেন জনগণকে আলোর পথে চলতে/পরিচালিত করতে। আব্রাহামের জীবন আহ্বান থেকে এটাই প্রতীয়মান যে যারা ঐশবাণী শ্রবণে ও যাপনে হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়। ঈশ্বরের বাণী বিশ্বাসপূর্বক আব্রাহাম বুঝতে পারলেন বিশ্বাস কি? তাই তো তাকে বলা হয় বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম।

২য় পাঠ: (তিমথি) অমর জ্যোতি খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের ডাক দিয়েছেন আলোর পথে চলতে; মঙ্গলবাণীর প্রদীপ্ততায় পাপকে জয় করতে।

মঙ্গলসমাচার: দু'টো পাঠের প্রতিফলন। পরিস্ফুটন: আলোর দ্যুতি, উজ্জ্বলরূপ, গৌরবগাথা, আশা-আলো।

মণ্ডলীতে যিশুর দিব্য রূপান্তর বার্ষিক পর্বোৎসব ৬ আগস্ট, একই ভাবধারায় তপস্যাকালের ২য় রবিবারের মঙ্গলসমাচার। এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ যিশুর মহিমারূপ (প্রকৃতরূপ)। রূপান্তর শব্দটি ল্যাটিন ও ফ্রেন্স ভাষা থেকে বুৎপত্তি যার অর্থ change in outward appearance of form: বর্হিরূপান্তর।

মোশী ও এলিয়'র উপস্থিতিতে প্রকাশ: আইন ও প্রবক্তা (represent)। মোশী এবং এলিয় দু'জনই ঈশ্বরকে দেখেছিল। যিশুর দিব্য রূপান্তর খ্রিস্টকে (highlight) করে: ঈশ্বর পুত্রের চরম মহিমার প্রকাশ তাঁর মৃত্যুতে-যা নাকি খ্রিস্টানুসারীদের এই পৃথিবীতে যাত্রীরূপে নিত্যময়তা: মহিমালোক লাভের প্রত্যাশায়। ৩জন শিষ্যের উপস্থিতিতে তাবর পর্বতে এই ঘটনা: এদের উপস্থিতিতে যিশু আগাম ঘোষণা দেন: ঐশরাজ্য কি, তার ২য় আগমন মহিমরূপে: যদিও তখনো এসব শিষ্যদের কাছে স্পষ্ট ছিল না, এখন কিছুটা হলেও তাদের বিশ্বাসে আলো জাগরিত হয়েছে।

যিশুর দিব্য রূপান্তর: স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত যিশুর রূপ, ঝলক, শ্বেতবস্ত্র, উজ্জ্বলতায় তাকানো যাচ্ছিলনা।

পাহাড়/পর্বত: ঈশ্বরের উপস্থিতি/মুক্তি/নিয়ম/আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা: ধ্যান প্রার্থনার স্থান।

হোরেব পর্বত: এলিয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান।

সিনাই পর্বত: মোশীকে দশ আজ্ঞা প্রদান

জৈতুন পর্বত: যিশুর স্বর্গে গমন

কালভেরী পর্বত: যিশুর মৃত্যু, জগতের পরিত্রাণ

তাবর পর্বত: রূপান্তর

যিশু পর্বতে উঠলেন এটা স্বর্গীয় পূর্বাভাস। যিশু ক্রুশ বয়ে নিয়ে পর্বতে উঠবেন: গন্তব্য কালভারী, যিশুর মৃত্যু: সূচিত হবে অমর কীর্তিগাথা। দিব্য রূপান্তরে স্বর্গলোকের বিজয় উৎসারিত হবে সেই কালভারীতে যেখানে যিশু মৃত্যুবরণ করবেন।

হতাশ মনে পর্বতে যাওয়া: সেখানে ঘটল (রূপান্তর) যা ঘটবে সবার। ক্রুশ/কষ্ট নিয়ে যেতে হয়েছে কালভারী, গঠল মৃত্যু, মৃত্যু পেরিয়ে গঠল পুনরুত্থান/মহিমা

এই পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী: পথ চলছি আনন্দযজ্ঞে মিলনের লক্ষ্যে।

যিশুর দিব্য রূপান্তর ঘটনার পূর্বে যিশু সম্বন্ধে পিতরের নির্ভীক স্বীকারোক্তি, "আপনি খ্রিস্ট স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র।" পিতরের মনে কত আনন্দ ও স্বপ্ন কিন্তু পরক্ষণে যিশু জানান তার কষ্টভোগ, যন্ত্রনা ও ক্রুশের মৃত্যুর কথা। এতে শিষ্যেরা depressed, confused, at a loss, in paradoxical situation এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ৩জন শিষ্যকে নিয়ে তাবর পর্বতে যাওয়া এবং মহিমান্বিত হওয়া। দিব্য রূপান্তর ঘটনা হল মিলন সন্ধিক্ষণ: স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন, মধ্যে পর্বত। মাটি থেকে মানবপুত্র যিশু ও তিনজন শিষ্যের গমন পর্বতে আর উপর থেকে নেমে আসল মোশী ও এলিয়। ৩ জন শিষ্যের (মানবের) সাক্ষাৎ পর্বতে স্বর্গের প্রভাসিত তিনজনের সাথে: ঈশ্বর যিশু, মোশী ও এলিয়। এ যেন তিনের সমাহার: মাটি (সমতল, পাহাড় আবার দেখি যিশু, মোশী ও এলিয় পাশাপাশি পিতর, যাকোব ও যোহন। এ যেন তিনের সমাহার।

২ জন চলে গেল: ৩ জন শিষ্যের চিন্ময় হল, তারা মানব যিশুকে দেখল।

Confirmation "এ আমার পুত্র, আমার পরম প্রীতিভাজন" কণ্ঠ বলছে Messiah -ও কথা শুনতে যাকে reject করা হবে কিছুদিন পর।

পিতর অজান্তে হোক, জেনে হোক, কিংবা আনন্দেই হোক বলে উঠল, ভালই হয়েছে আমরা এখানে আছি। পিতর সাংঘাতিক সত্য কথাই বললেন: যিশুর সঙ্গে আছি, হ্যাঁ, চিরদিন যিশুর সঙ্গে থাকতে চাই।

Metamorphosis: ৩টি তাঁবু

(১) ***স্থায়ীভাবে থাকা:*** যা সম্ভব নয় কেননা তাঁকে আসতে হবে, যেতে হবে Jerusalem.

(২) ***স্বর্গীয় আভায়:*** প্রভাসিত, মোহিত সেটা-ই তো হতে হবে আবাস।

(৩) ***Joke:*** যিশু পিতরের হাতে তুলে দিবেন স্বর্গের চাবি আর মণ্ডলীর পবিত্র দায়িত্ব। তাই পর্বতে তাঁবু নির্মাণ করে সেখানে থেকে গেলে তো পিতর স্বর্গের চাবি ও পবিত্র দায়িত্ব পাবে না।

আমরা অনেক সময় শুনে/বলে থাকি যে, মুখমণ্ডলকে মানুষের অন্তরের আয়না বলা হয়। মুখমণ্ডলই আমাদের আয়না। আমাদের অন্তরের আনন্দ-দুঃখ, হতাশা-আশা, ক্রোধ-অহংকার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা ইত্যাদি মুখমণ্ডলে খুব সহজেই ভেসে উঠে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি ঐ মুখটি কত সুন্দর, অমুকের মুখটা খুবই বিষন্ন ইত্যাদি। অযাচিত, অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটলে বা তা জানতে পেলে আমাদের মুখের ভাব বদলে যায়। আনন্দ সংবাদে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়; মন্দ সংবাদে মলিন দেখায়, বিষন্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

যিশু জগতে আসলেন মুক্তির বারতা নিয়ে, মুক্তকরণ করতে পাপের শৃঙ্খল থেকে।

সহযোগী শিষ্যদের নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে, হেঁটে হেঁটে, ঘুরে ঘুরে, মন পরিবর্তনের বাণী প্রচার করেছেন, ভাল হতে পরামর্শ দিয়েছেন, সারিয়ে তুলেছেন মানুষকে শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অসুস্থতা থেকে। তথাপি তৎকালীন ধর্মীয় ও সমাজ নেতারা যিশুর এহেন মঙ্গলকাজে বিরোধিতা করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে নানা অপবাদ দিয়েছেন, এমনকি হত্যা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, এমনি পরিস্থিতিতে তিনি যেরুশালেমে রওনা দিলেন। সেখানে আরো খারাপ কিছু ঘটবার আশঙ্কায় যিশুর মন দুলে উঠলো, তিনি-ও কিছুটা হতাশ। জেরুসালেমে অনেক প্রবক্তাকে হত্যা করেছিল। এবার আরেকটি হত্যাযজ্ঞ তারা চালাবে।

মানুষ হিসেবে যিশুও চারিদিকে শুধুই অন্ধকারই দেখছিলেন। অন্যদিনের মত আজো তিনি ৩ জন শিষ্যকে নিয়ে পাহাড়ের নির্জনতায়, নিভৃতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চলে গেলেন। স্বর্গীয় পিতার কাছে তিনি আকুলভাবে শক্তি ও সাহস যাচনা করলেন। গভীর ধ্যানমগ্ন প্রার্থনায় তিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করলেন। ফিরে পেলেন শক্তি ও সাহস; তিনি দেখতে পেলেন তার কর্তব্য পূরণের দিক-নির্দেশনা; আনন্দে তাঁর মুখ সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিষ্যরা তার এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। যিশু উপলব্ধি করলেন ঈশ্বর তাঁর সাথে-ই আছেন।

জগতে নিত্য পরিবর্তন/রূপান্তর হচ্ছে: প্রকৃতিতে ফুল ফুটছে, গাছ বড় হচ্ছে, মানবজীবনে ক্রম বিকাশ: জন্ম: শিশু-কিশোর, মৃত্যু এসবের অর্থ God is there ঈশ্বর আছেন।

এই পরিবর্তনের একটা inner রহস্য জুড়ে আছে যা আবিষ্কার করতে প্রয়োজন বিশ্বাসের দৃষ্টি। ফুলকে দেখছি কিন্তু দেখতে হবে এটার ফুটে উঠা: মানুষ নয় শুধু দেখতে হবে তার সত্তাও বুদ্ধিময়তা, শুধু আশ্চর্য কাজ না, ঈশ্বরকে দেখা: শুধু দান দক্ষিণা নয় দাতাকেও দেখতে হবে।

আমাদের তীর্থযাত্রায় থাকবে গেৎসিমানী, ক্রুশ এমনকি কালভারী-এসব পেরিয়ে-ই যেতে হবে স্বর্গালোকে আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রয়োজন রূপান্তর/পরিবর্তন: এই পরিবর্তন/ রূপান্তর একান্ত-ই নিজেকে দিয়ে শুরু করি।

এরূপ বিশ্বাসের অর্ন্তদৃষ্টি যদি থাকে তাহলে যিশুর দিব্য রূপান্তরের যে মাহাত্ম্য/মহিমালোক/ ঈশ্বরত্ব: তার উপলব্ধি বাস্তবায়ন, প্রস্তুতকরণ এখনই: এই জগতেই।

বদঅভ্যাস

হিংসা-দুর্নীতি

অলসতা-ফাঁকিবাজ

অবিশ্বস্ততা-ভন্ডামি

প্রহসন- মিথ্যাচার

Pleasurism

চালাকি

ভোগের নেশা

এসব তলিয়ে দেখা প্রয়োজন: পরিবর্তন ঘটাতে হবে: চিন্তনে মননে-হৃদয়ে রূপান্তরিত হওয়ার মানসে।

আমাদের জীবন বাস্তবতায় আমরাও অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়ি, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাইনা। আমাদেরও প্রয়োজন একান্ত ঈশ্বরের কাছে যাওয়া। নির্জনে স্বর্গীয় পিতার সাথে মন খুলে কথা বলা, তাঁকে অন্তর দিয়ে ডাকা। ভক্তের কাতর মিনতিতে স্রষ্টা কখনো নীরব থাকতে পারেন না। তিনি অবশ্যই আপনার/আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সব হতাশা অন্ধকার-বিষন্নতা দূর করে দেবেন আর তখনই যিশুর মত আমরা হয়ে উঠব এক নতুন মানুষ, জীবনকে দেখতে পাব আশাপূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিতে। ঈশ্বর আমাদের সেই শক্তি ও আশীর্বাদ দান করুন।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো মোক্ষম সময় পরিবর্তনের-পরিবর্তিত নতুন হয়ে উঠা। আসুন আমাদের প্রায়শ্চিত্তকালীন যাত্রায় পরিবর্তন ঘটাই ব্যক্তি জীবনে-পারিবারিক-সামাজিক-মাণ্ডলিক ও সামগ্রীক জীবনে।

যিশুর পুনরুত্থানে পুনরুত্থান ঘটুক আমাদের-ও।

বিজ্ঞ/৪৩/২৬

৪০তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও-এর বাণী

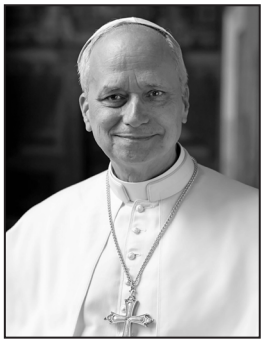

"তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" *(যোহন ১৫:২৭)*

প্রিয় তরুণ বন্ধুগণ,

তোমাদের প্রতি আমার এই প্রথম বার্তার শুরুতে আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই! জুবিলী উৎসবে রোমে এসে তোমরা যে আনন্দ বিলিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ। আর বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত থাকা সকল তরুণদের জানাই কৃতজ্ঞতা। এটি ছিল আমাদের বিশ্বাসের উৎসাহকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত আশাকে ভাগ করে নেওয়ার এক অমূল্য মুহূর্ত। আমি আশা করি, এই জুবিলী সম্মেলন কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকবে না, বরং তোমাদের প্রত্যেকের খ্রিস্টীয় জীবনে এগিয়ে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ এবং তোমাদের বিশ্বাসে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকার এক জোরালো অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।

ঠিক একই প্রেরণা আগামী বিশ্ব যুব দিবসের কেন্দ্রে রয়েছে, যা আমরা ২৩ নভেম্বর 'খ্রিস্ট রাজা'র মহাপর্বে উদ্‌যাপন করেছি। যার মূলসুর হলো: "তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" *(যোহন ১৫:২৭)*। আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা নিজেদের খ্রিস্টের সাহসী সাক্ষী হিসেবে প্রস্তুত করছি। আসুন আমরা এমন এক যাত্রা শুরু করি, যা আমাদের ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে সিউলে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বিশ্ব যুব দিবসের দিকে নিয়ে যাবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি সাক্ষ্যদানের দু'টি দিকের ওপর আলোকপাত করতে চাই: প্রথমত: যিশুর সাথে আমাদের বন্ধুত্ব, যা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাই এবং দ্বিতীয়ত: সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আমাদের অঙ্গীকার।

বন্ধু, তাই সাক্ষী

খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যের জন্ম হয় প্রভুর সাথে বন্ধুত্ব থেকে। যিনি সকলের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই সাক্ষ্যকে কোনো আদর্শিক প্রচারণার সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, কারণ এটি অভ্যন্তরীণ রূপান্তর এবং সামাজিক সচেতনতার এক অকৃত্রিম নীতি। যিশু তাঁর শিষ্যদের "বন্ধু" বলে ডাকতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রকাশ করেছেন, তাদের সাথে থাকতে বলেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের অংশ হতে বলেছেন এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য পাঠিয়েছেন *(যোহন ১৫:১৫, ২৭ দ্রষ্টব্য)*। তাই যিশু যখন আমাদের বলেন, "সাক্ষী হও" তখন তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের তাঁর বন্ধু হিসেবে গণ্য করেন। তিনিই একমাত্র পূর্ণভাবে জানেন আমরা কে এবং কেন আমরা এখানে আছি ? হে তরুণরা, তিনি তোমাদের হৃদয় চেনেন; বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে তোমাদের ঘৃণা, সত্য ও সৌন্দর্যের জন্য তোমাদের তৃষ্ণা এবং আনন্দ ও শান্তির জন্য তোমাদের আকুলতা তিনি জানেন। তাঁর বন্ধুত্বের মাধ্যমে তিনি তোমাদের কথা শোনেন, তোমাদের অনুপ্রাণিত করেন ও তোমাদের পরিচালনা করেন এবং তোমাদের প্রত্যেককে এক নতুন জীবনের আহ্বান জানান। যিশুর দৃষ্টি সর্বদা আমাদের মঙ্গল চায় *(মার্ক ১০:২১ দ্রষ্টব্য)*। তিনি চান না যে আমরা দাসে পরিণত হই, কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের "কর্মী" হই। তিনি আমাদের বন্ধু হিসেবে তাঁর সাথে থাকতে আহ্বান জানান, যাতে আমাদের জীবন নতুনভাবে গড়ে ওঠে। আর এই বন্ধুত্বের আনন্দদায়ক নবীনতা থেকেই সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তরে জেগে ওঠে।

এটি একটি অনন্য বন্ধুত্ব যা আমাদের ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে; একটি বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব যা আমাদের এবং অন্যদের মর্যাদা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে; একটি অনন্ত বন্ধুত্ব যা মৃত্যুও ধ্বংস করতে পারে না। কারণ পুনরুত্থিত ও ক্রুশবিদ্ধ প্রভু নিজেই এর উৎস। আসুন আমরা চতুর্থ মঙ্গলসমাচারের শেষে প্রেরিতদূত যোহন যে বাণী লিখেছেন তা বিবেচনা করি: "এই সেই শিষ্য যে এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে ও এই বিষয়গুলো লিখেছে; এবং আমরা জানি যে তাঁর সাক্ষ্য সত্য" *(যোহন ২১:২৪)*। যোহন যা লিখেছেন তা তোমাদের জন্যও প্রযোজ্য। প্রিয় তরুণরা, খ্রিস্ট তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁকে অনুসরণ করতে এবং তাঁর পাশে বসতে, তাঁর হৃদয়ের কথা শুনতে এবং তাঁর জীবনের নিবিড় অংশীদার হতে! তোমারা প্রত্যেকেই তাঁর কাছে এক একজন "প্রিয় শিষ্য" আর এই ভালোবাসা থেকেই আসে সাক্ষ্যদানের আনন্দ।

সাক্ষী, তাই মিশনারী (প্রেরণকর্মী)

পবিত্র আত্মার সাহায্যে তোমরা বিশ্বে খ্রিস্টের মিশনারী হতে পারো। তোমাদের অনেক সমবয়সী আজ সহিংসতার শিকার, অস্ত্র ধরতে বাধ্য হচ্ছে অথবা উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেকে শিক্ষা এবং মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। তোমরা অন্য তরুণদের পাশে দাঁড়াতে পারো, তাদের সাথে চলতে পারো এবং দেখাতে পারো যে ঈশ্বর, যিশুর মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে এসেছেন। পোপ ফ্রান্সিস যেমন প্রায়ই বলতেন, "খ্রিস্ট দেখান যে ঈশ্বর হলেন নৈকট্য, মমতা এবং কোমল ভালোবাসা।"

নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেওয়া সবসময় সহজ নয়। যিশুর মতো তাঁর শিষ্য-সাক্ষীরাও অনেক সময় প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে এটিই মহত্তম আজ্ঞা পালনের সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়: "তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো এবং যারা তোমাদের তাড়না করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো" *(মথি ৫:৪৪)*। তাই নিরুৎসাহিত হয়ো না; সাধু-সাধ্বীদের মতো তোমাদেরও কষ্টের মুখে আশা নিয়ে অবিচল থাকতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শান্তির বন্ধন হিসেবে ভ্রাতৃত্ব

খ্রিস্টের সাথে বন্ধুত্ব থেকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবনযাপনের এক পথ তৈরি হয়। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রতিবেশিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়: অন্য ব্যক্তির মাঝে তিনি একজন ভাই বা বোন! এই ভ্রাতৃত্ব উদাসীনতা ও আধ্যাত্মিক আলস্য দূর করে এবং আমাদের সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। যারা ধর্মকে বিভেদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করে তাদের অনুসরণ করো না; পরিবর্তে বৈষম্য দূর করতে এবং বিভক্ত ও নিপীড়িত জনপদগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা করো।

প্রিয় তরুণেরা, বিশ্বের দুঃখ-কষ্ট ও আশার মাঝে আসুন আমরা যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। যিশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় কুমারী মারীয়াকে আমাদের মা হিসেবে সঁপে দিয়ে গেছেন। আমি তোমাদের মারীয়ার সাথে এই পবিত্র বন্ধন গ্রহণ করতে এবং বিশেষ করে জপমালা (Rosary) প্রার্থনার মাধ্যমে তা গভীর করার আমন্ত্রণ জানাই। এর ফলে আমরা অনুভব করব যে, আমরা কখনোই একা নই।

আনন্দের সাথে এই সাক্ষ্য বহন করো!

ভাটিকান, ৭ অক্টোবর ২০২৫
পোপ চতুর্দশ লিও

অনুবাদ: ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি
জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, সিবিসিবি।

এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতির বাণী

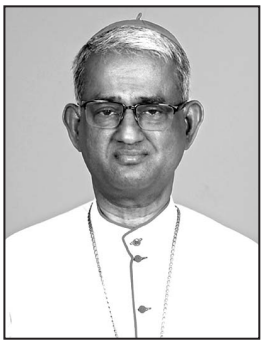

প্রিয় তরুণ প্রজন্ম,

নতুন বছরের আলোয় আমরা সবাই নতুন স্বপ্ন ও নতুন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছি। আরেকটি বছরের যাত্রা শেষ হলো, আর আমরা নতুন সম্ভবনা ও নতুন স্বপ্নের দ্যুতি নিয়ে জাতীয় যুব দিবস -২০২৬ এর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। গত বছরের শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ও অর্জন আমাদের শক্তিশালী করেছে, আর নতুন বছরে তোমাদের উদ্যম, সৃজনশীলতা এবং সাহসই হবে যুব দিবসের অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি। তাই এই নতুন বছরে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার, নতুন দক্ষতা শেখার এবং নিজের ও সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রেরণা নিয়েই এই যুব দিবসের আয়োজন। তাই তোমাদের সবার জন্য রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষের মূলভাব নেওয়া হয়েছে "তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" *(যোহন ১৫:২৭)*। এই বাক্যটির মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি গভীর আহ্বান; যা শুধু বিশ্বাস করার নয় বরং জীবনের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বান। যিশু এখানে এমন মানুষদের সাথে কথা বলছেন যারা শুধু মুখে নয় বরং প্রতিদিনের আচরণ, সিদ্ধান্ত, কষ্ট সহ্য করা এবং ভালোবাসা বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সত্যের সাক্ষী হয়ে ওঠেছেন। আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে ভালো হওয়া অনেক সময় দুর্বলতা বলে মনে হয়। সত্য বলা ঝুঁকির মতো লাগে আর ক্ষমা করা বোকামি মনে হয়। চারপাশে এত অন্যায়, এত প্রতারণা, এত স্বার্থপরতা যে ভালো থাকতে চাওয়াটাই যেন বিপ্লব। আর ঠিক এখানেই যেন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের বাক্য জীবন্ত হয়ে ওঠে– "সত্যের ভয় পেয়ো না। সত্য তোমাদের মুক্ত করবে। যুবকেরা, তোমরা সত্যের সাক্ষী হও এবং জগতের সামনে তা তুলে ধরো।" আধুনিক যুগের আপেক্ষিকতাবাদ (Relativism) বা 'নিজের খুশি মতো চলা'র বদলে পরম সত্যের সন্ধানের মাধ্যমে তোমরা এই অসুস্থ পৃথিবীকে নিরাময় করতে পারবে।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর সোফা থিওরিতে বলেন, "প্রিয় তরুণরা, দয়া করে সোফায় বসে জীবন পার করে দিও না! জুতো পরে বাইরে বের হও, পথে নামো এবং একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে কাজে লেগে পড়ো।" আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটাই তোমাদের জন্য উত্তম সময়; সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘৃণা নয়, বরং ভালোবাসা ও আশার বাণী প্রচার করার মাধ্যমে ডিজিটাল জগতের সাক্ষী হওয়ার। তোমরা যখন কারো সাথে তোমার নিজের মতো আচরণ কর– তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমরা যখন দুঃখী কাউকে অবহেলা না করে তাদের পাশে দাঁড়াও – তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমরা যখন নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও সত্য ছেড়ে দাও না – তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমরা যখন কাউকে ক্ষমা করো, যারা তোমাদের কষ্ট দেয় – তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ। এইগুলো ছোট কাজ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোই পৃথিবীর মানসিকতা বদলায়। ঈশ্বরের রাজ্য বড় বড় মঞ্চে নয়, হৃদয়ের ভেতরে, অফিসে, পথে-ঘাটে, বন্ধুত্বে, পরিবারে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

অনেক সময় তোমরা ভাবতে পারো, "আমি তো কিছুই করছি না, আমার জীবন তো সাধারণ, আমার কথায় তো কেউ বদলাচ্ছে না।" কিন্তু যিশু বলেন, তুমি আমার সাথে আছ, তাই তুমি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার নীরব বিশ্বস্ততা, তোমার অদেখা ত্যাগ, তোমার লুকানো প্রার্থনা – সবকিছুই সাক্ষ্য। ঈশ্বর বড় শব্দের চেয়ে বিশ্বস্ত হৃদয় বেশি ব্যবহার করেন। যখন তোমরা ভেঙ্গে পড়ো, তখনও যদি আশা না ছাড়ো– সেটাই তোমাদের সাক্ষ্য। যখন তোমরা ব্যর্থ হও, তবুও যদি উঠে দাঁড়াও, যখন তোমরা অন্ধকারের মাঝেও আলো খুঁজে নাও– এটাই তোমার সাক্ষ্য। সাধু কার্লো আকুতিস যেভাবে প্রযুক্তিকে আধ্যাত্মিকতায় বদলে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তোমরাও ইন্টারনেটে ঘৃণা বা ট্রলের বদলে শান্তি ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে সত্যের পথে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নকে জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে পারো। এটাই হবে যুবাদের কাছে যুবাদের নতুন দিগন্তের মিশন বা প্রেরণকাজ।

আমরা সবাই হয়তো নিখুঁত না, কিন্তু আমরা সবাই আহ্বান প্রাপ্ত। আমরা দুর্বল, কিন্তু আমরা নির্বাচিত। আমরা সাধারণ, কিন্তু আমাদের সবার ভেতরে আছে অসাধারণ এক আলো। যুবা মানেই শক্তি, স্বপ্ন আর এগিয়ে যাওয়ার সাহস। কিন্তু একজন খ্রিস্টান যুবা হওয়া মানে শুধু স্বপ্ন দেখা নয়; বরং জীবন দিয়ে সেটা প্রমাণ করা। আজকের যুব সমাজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রতিযোগিতা, বিভ্রান্তি, হতাশা আর ভুল পথে টান সবকিছু মিলিয়ে বিশ্বাস ধরে রাখা সহজ নয়। তবু যারা এসবের মাঝেও প্রভুর হাত ছাড়ে না, তারাই আলাদা হয়ে ওঠে। তারা শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়– বিশ্বাস এখনও জীবিত। সাক্ষী হওয়া মানে শুধু কিছু দেখা বা জানা নয়; সাক্ষী হওয়া মানে সত্যকে নিজের জীবনে ধারণ করা। পড়াশোনা, কাজ, পরিবার কিংবা সমাজে চলার পথে ভুল হতে পারে, পড়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়ে সত্যের পথে ফিরে আসাই প্রকৃত সাক্ষ্য। আজকের পৃথিবীতে অনেক কণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু সত্যিকারের সাক্ষী খুব কম। তাই যুবোৎসবে নিজেদের প্রশ্ন করার এই আহ্বান আমাদের সকলের জন্য- আমরা কি কেবল বিশ্বাসী নাকি বিশ্বাসের সাক্ষী? আমরা কি শুধু বিশ্বাসের কথা বলছি, নাকি আমাদের জীবনই বিশ্বাসের সাক্ষ্য হয়ে উঠছে ?

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সুর মিলিয়ে আমিও তোমাদের বলতে চাই: এগিয়ে যাও, সাহস রাখো এবং তোমাদের জীবন দিয়ে জগতকে রাঙিয়ে তোলো।

প্রভু তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আশীর্বাদ করুন। তোমরা যেন আনন্দচিত্তে খ্রিস্টের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে উঠতে পারো।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ
সভাপতি
এপিসকপাল যুব কমিশন।

জাতীয় যুব দিবসে নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারীর বাণী

প্রিয় বন্ধু ও তরুণ প্রাণ,

গত বছরের যুব জুবিলী উদ্‌যাপন ছিল নবজাগরণ, পুনর্মিলন, আশা এবং বিশ্বাসের পথে নতুন করে যাত্রা করার একটি বিশেষ মুহূর্ত। সেই পবিত্র অভিজ্ঞতার আলো আমাদের শিখিয়েছে যে, আমরা একা নই; আমাদের প্রত্যেকের ভেতর এক অদম্য শক্তি ও ঈশ্বরের অফুরন্ত ভালোবাসা রয়েছে। তাই জুবিলীর পবিত্র প্রেমাগ্নি ও নবায়নের অনুপ্রেরণায় এবং নতুন দিগন্তের অভিযাত্রায় এ বছর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন বনপাড়া কাথলিক ধর্মপল্লীতে জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ আয়োজনে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করায় আমি খুবই খুশি ও আনন্দিত। এই বছরের জাতীয় যুব দিবসটি হয়েছে নবজাগরণ ও খ্রিস্টের জীবন্ত সাক্ষী হওয়ার জীবনাহ্বান, অন্ধকারে আলো ছড়ানো, হতাশায় আশা জাগানো, বিভেদের মাঝে ঐক্যের সেতু তৈরি করা, সমাজ রূপান্তর ও জুবিলীর সেই নবীন উদ্দীপনা নিয়ে যাওয়ার এক যুব মহোৎসব ও তীর্থোৎসব। আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় এই যুব তীর্থোৎসবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল যুবা ভাইবোনদের, এনিমেটর, স্বেচ্ছাসেবক, সেক্রেটারী, যুব সমন্বয়কারী ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও যিশুতে প্রণাম।

আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের দিকে তাকিয়ে কেবল একদল যুবককে দেখছি না; বরং আমি দেখছি আগামীর ইতিহাস পরিবর্তনকারী একদল খ্রিস্টের সেনানীকে। এই বছর জাতীয় যুব দিবসের মূলসুর নেওয়া হয়েছে: **"তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ"** *(যোহন ১৫:২৭)*। এই কথাটি কেবল একটি বাক্য নয়; এটি একটি গুরুদায়িত্ব এবং একটি বিশাল স্বীকৃতি। সাক্ষী সেই হয়, যে কোনো ঘটনার সত্যতা নিজের চোখে দেখে এবং তা বিশ্বস্ততার সাথে প্রচার করে। আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তি ও সোস্যাল মিডিয়ার যুগে যখন চারপাশে সত্য-মিথ্যার সংঘাত প্রবল, বৈষম্য, অন্যায়, সহিংসতা ও পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত, তখন তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হওয়া। তোমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি স্বপ্ন এবং প্রতিটি সংগ্রাম বলে দেবে তোমরা কোন পৃথিবীর সাক্ষী হতে চাও। কারণ পোপ ফ্রান্সিসের দৃষ্টিতে "তোমরা শুধু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নও; তোমরা ঈশ্বরের চোখে বর্তমান" এবং পরিবর্তনের কারিগর।

তরুণ বয়সের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো হার না মানার মানসিকতা। পাহাড় সমান বাধা আসলেও তোমাদের রক্তে বইছে পরিবর্তনের নেশা। পৃথিবী আজ এমন যুবকদের খুঁজছে যারা মিথ্যার কাছে মাথা নত করবে না। তোমাদের সততাই হবে তোমাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। সেবার মানসিকতা হলো অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের অন্ধকারে আলো ছড়ানো যা মানবতার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। প্রভু যিশুর বাণী অনুযায়ী তুমি যদি বড় কিছু হতে চাও, তবে আগে নিজেকে ছোট ছোট কাজে বিশ্বস্ত প্রমাণ করো। কারণ আজ তুমি যা করছ, ইতিহাস তারই সাক্ষী হয়ে থাকবে। তাই নিজেকে গায়ের জোরে নয়, বরং জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করো। হতাশাকে জয় করো: মনে রেখো, ব্যর্থতা মানেই শেষ নয়, বরং এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী। সুতরাং, এমন জীবন যাপন করো যেন মানুষ তোমাকে দেখে বলতে পারে সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের উদাহরণ আজও বেঁচে আছে।

প্রিয় যুবা বন্ধুরা, বাইবেলের পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়মেই ঈশ্বর তাঁর লোকদের 'সাক্ষী' হিসেবে মনোনীত করেছেন। যুবকদের জন্য এটি একটি বড় পাওয়া যে, ঈশ্বর তাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছেন। প্রবক্তা ইসাইয়া ৪৩:১০ পদে তোমাদের প্রেরণা দিয়ে বলছেন, "ঈশ্বর প্রভু বলেন, তোমরাই আমার সাক্ষী এবং আমার মনোনীত দাস; যেন তোমরা জানতে ও আমাতে বিশ্বাস করতে পার, এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।" তাই সাক্ষী হওয়ার আগে প্রয়োজন ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানা। যুবাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান হলো প্রথমে তাকে জানো, তারপর তাঁর শক্তির সাক্ষী হও। তুমি যে আজ বেঁচে আছো, সুস্থ আছো এবং বড় স্বপ্ন দেখছো, এটাই ঈশ্বরের দয়ার বড় সাক্ষ্য। আগামীর পৃথিবী তোমাদের কাজের সাক্ষী দেবে। তোমাদের দেশ, তোমাদের পরিবার এবং পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চলো, আমরা শপথ করি আমরা এমন কিছুর সাক্ষী হবো যা সুন্দর, যা সত্য এবং যা কল্যাণকর।

প্রিয় তরুণ প্রজন্ম, মনে রেখো, পৃথিবী তোমাকে মনে রাখবে না তুমি কী বলেছিলে তার জন্য; পৃথিবী তোমাকে মনে রাখবে তুমি কী করেছো এবং কীসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিলে তার জন্য। তবে নিজের শক্তিতে নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তিতে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। যিশু যুবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের একাকী ছেড়ে দেবেন না। পবিত্র আত্মার শক্তি তাদের সাহস দেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং সত্য প্রচার করতে। *শিষ্যচরিত ১:৮* পবিত্র আত্মার শক্তিতে সাক্ষ্য দানের কথা তিনি বলেছেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হবে; আর তোমরা... পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।" তোমাদের মতো তরুণদের অনুপ্রেরণা দিতে সাধু পৌল যুবক তিমথীকে একটি চমৎকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা আজ তোমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

"তোমার যৌবন বলে কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ না করে; কিন্তু কথায়, আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও পবিত্রতায় তুমি বিশ্বাসীদের আদর্শ হও" *(১ তিমথী ৪:১২)*। সুতরাং, তোমাদের বয়স কম হতে পারে, কিন্তু তোমাদের কাজের প্রভাব হতে পারে অনেক বড়। তোমাদের চরিত্রই হবে তোমাদের সবচেয়ে বড় 'সাক্ষ্য'।

সাধু কার্লো আকুতিস বর্তমান প্রজন্মের যুবাদের জন্য এক অসাধারণ আদর্শ। তাকে "ইন্টারনেটের সাধু" বা "ঈশ্বরের ইনফ্লুয়েন্সার" বলা হয়। মাত্র ১৫ বছর বয়সে লিউকেমিয়ায় মারা যাওয়ার আগে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, তা আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি যুবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। কার্লো দেখিয়েছিলেন যে, ইন্টারনেট কেবল গেম খেলা বা বিনোদনের জন্য নয়, এটি ঈশ্বরের কাজ প্রচারের মাধ্যমও হতে পারে। তিনি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখে বিশ্বের সমস্ত 'খ্রিস্টপ্রসাদীয় অলৌকিক ঘটনা' (Eucharistic Miracles) নিয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি

করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা টেকনোলজি ব্যবহার করেও পবিত্র থাকতে পারি এবং অন্যের উপকার করতে পারি। যুবাদের জন্য তার একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল: "সবাই অরিজিনাল হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু অনেকে ফটোকপি হিসেবে মারা যায়।" তিনি অন্য কাউকে নকল করতে চাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর প্রত্যেককে আলাদা প্রতিভা দিয়েছেন। তিনি যুবাদের শেখান যে, ফ্যাশন বা ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে নিজের স্বকীয়তা এবং আধ্যাত্মিক সত্তাকে ধরে রাখা উচিত। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সাধু হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করতে হয় না। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা, পবিত্র বাইবেল পাঠ করা এবং জপমালা প্রার্থনা করার মাধ্যমেই একজন সাধারণ যুবাও ঈশ্বরের প্রিয় হতে পারে।

প্রিয় তরুণ প্রাণ, যুবাদের আদর্শ ও গুরু চিরন্তন প্রভু যিশু তাঁর সাক্ষী হতে তোমাদের জন্য ৩টি প্রধান শিক্ষা তুলে ধরেছেন। যিশুখ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি যুবাদের ও তাঁর শিষ্যদের জীবনের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কিছু বিশেষ শিক্ষা দিয়েছিলেন: প্রথমত: আলোর মতো দীপ্ত হও *(মথি ৫:১৪-১৬)* যিশু বলেন, "তোমরা জগতের আলো।" পাহাড়ের ওপরের শহর যেমন লুকানো যায় না, তেমনি একজন যুবার ভালো কাজও গোপন থাকে না। তোমার কাজ এবং আচরণের মাধ্যমে মানুষ যেন ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পায়। তোমার সততা এবং দয়া হবে সমাজের অন্ধকার দূর করার আলো। দ্বিতীয়ত: প্রেমের মাধ্যমে পরিচয় *(যোহন ১৩:৩৫)*: যিশু শিখিয়েছেন, "তোমরা যদি পরস্পরকে ভালোবাস, তবেই সকলে জানতে পারবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" সুতরাং ঘৃণা বা বিভেদ নয়, বরং নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই হলো খ্রিস্টের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। যুবাদের উচিত একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসা এবং সহমর্মিতা দেখানো। তৃতীয়ত: বিশ্বস্ততার পরীক্ষা *(লূক ১৬:১০)*: যিশু বলেছেন, "যে ব্যক্তি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে অধিক বিষয়েও বিশ্বস্ত।" তাই বড় কোনো অলৌকিক কাজ নয়; বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজে (যেমন লেখাপড়া, কাজ, পরিবারের দায়িত্ব, সময়ের সদ্ব্যবহার, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াকে ভালো কাজে ব্যবহার করা, নিজের মেধা ও সম্পদকে অহংকার নয়, সেবার কাজে লাগানো) সর্বোপরি সততা বজায় রাখাই হলো একজন প্রকৃত সাক্ষীর লক্ষণ।

তাই তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান: জেগে ওঠো, এগিয়ে চলো! জয় তোমাদেরই হবে।

ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি
নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী
এপিসকপাল যুব কমিশন, সিবিসিবি, ঢাকা।

ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

গ্রাম: ছোটগোল্লা, ডাকঘর: দেওতলা, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা-১৩২১
জাতীয় প্রতিষ্ঠান সদস্য নং-৪৫৬, তারিখ-১৯শে মে ১৯৯৬ খ্রীঃ
রেজিস্টেশন নং-০০০১৪, তারিখ-০৬ই জানুয়ারী ২০১০ খ্রীঃ
সংশোধিত রেজিঃ নং-০০৮, তারিখ-১১ই ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রীঃ

নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

তাং-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ

এতদ্বারা ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সকল সদস্যদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭/০৪/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স ক্লাব মিলনায়তনে ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সকল সদস্যদের সরাসরি ভোটে ০১ (এক) জন সভাপতি, ০১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ০১ (এক) জন সম্পাদক, ০১ (এক) জন যুগ্ম-সম্পাদক, ০১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ০৪ (চার) জন ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) জন নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক যথাসময়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে।

উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতঃ ভোট প্রদানের জন্য এবং নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো। বিস্তারিত অফিস নোটিস বোর্ডে জানানো হবে।

ধন্যবাদান্তে,

শ্যামল ফ্রান্সিস রোজারিও
সভাপতি

লাকি ট্রিজা রোজারিও
সম্পাদক

ছোটগোল্লা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

বি: দ্রঃ -
(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/ সদস্যা সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও সদস্য সংক্রান্ত কোন প্রকার খেলাপী হলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

বিজ্ঞ/৪২/২৬

!! ফ্ল্যাট ভাড়া হবে !!

ভাটারা ১০০ ফিট রাস্তার পাশে ফ্ল্যাট প্রকল্প **"নীড় ১৪১"**। ৬ষ্ঠ তলার ফ্ল্যাট নং **"৫-সি"**। আয়তন (কমন স্পেসসহ) ১২৫১.৮৯ বর্গফুট। তিনটি বেডরুম, একটি ড্রইং ও ডাউনিং রুম একসাথে। একটি কিচেন রুম, তিনটি বাথ কাম টয়লেট এবং তিনটি বারান্দা।

লিফট্, জেনারেটর, সিঁড়ির সুবিধা আছে।

মোবাইল: ০১৭২০৪৪৮০৪৪
০১৯২৭৪৬৯২৭০

বিজ্ঞ/৪১/২৬

ত্যাগের সাধনা : উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদান

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য তপস্যা ত্যাগ সাধনা ও বিশ্বাসের নবায়নে প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু হয়। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ভস্ম বুধবার কপালে ভস্ম/ছাই মেখে ৪০ দিনের প্রায়শ্চিত্তকাল (রবিবার প্রভুর দিন বাদে) সূচনা করে, যা পুনরুত্থানের প্রস্তুতির জন্য উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসীরা মরণশীলতা "মানব তুমি ধূলি এবং ধূলিতেই ফিরে যাবে" *(আদিপুস্তক ৩:১৯)* এবং প্রায়শ্চিত্ত ও মনপরিবর্তনের "সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)* আহ্বানে তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতার প্রতীক হিসেবে কপালে ভস্ম/ছাই গ্রহণ করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী এই সময়টিতে আত্ম-প্রতিফলন এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

প্রায়শ্চিত্তকালে ভস্ম/ছাই এর তাৎপর্য: প্রায়শ্চিত্তকাল/তপস্যাকারের শুরুতেই কপালে ছাই মেখে নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিহ্ন, মন পরিবর্তন ও বিশ্বাসের নবায়নে আমরা যাত্রা করি আমাদের মুক্তি তীর্থে পুনরুত্থান উৎসবে।

অনুতাপের আহ্বান: ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম/ছাই ধারণ করে, মানব মৃত্যু এবং আধ্যাত্মিক পুনঃনবীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আত্মদর্শনের একটি সময় শুরু করে।

ভস্ম/ছাই: পূর্ববর্তী বছরের তালপত্র রবিবারের খেজুর পাতা পুড়ে তৈরি করা হয় ভস্ম/ছাই, কপালে "মনে রেখো তুমি ধুলো, এবং ধুলোতে ফিরে যাবে" *(আদি ৩:১৯* বা "অনুতাপ করো, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করো" *(দ্র:মার্ক ১:১৫)* এই বাক্যাংশটি দিয়ে স্থাপন করা হয়।

ঐতিহ্যের শিকড়: এই প্রথার উৎস বা শিকড় পুরাতন নিয়মে রয়েছে, যা পাপের জন্য অনুতাপ এবং ঈশ্বরের সামনে নম্রতার প্রতীক। নতুন নিয়মে "সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। সুতরাং কপালে ভস্ম/ছাই ধারণ করে প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করা বাইবেলীয় ঐতিহ্যগত প্রথা।

উপবাসকাল/প্রায়শ্চিত্তকাল: প্রায়শ্চিত্তকালের সময়কাল ৪০ দিন (রবিবার প্রভুরদিন বাদে) স্থায়ী হয়, যা মরুভূমিতে যিশুর উপবাস এবং প্রলোভন সহ্য করার সময়কে স্মরণ করে। যার উদ্দেশ্য হল আত্মত্যাগ, প্রার্থনামূলক প্রতিফলন এবং দাতব্য কাজের (দান) সময়।

উপবাসের নিয়ম: কাথলিক ঐতিহ্যে, ভস্ম বুধবার এবং পুণ্য শুক্রবারে ১৪-৫৯ বছর বয়সীদের জন্য বাধ্যতামূলক উপবাসের দিন। মাংসাহার থেকে বিরত থাকা। কৃচ্ছ্রতা সাধন করা।

উপবাসকাল/প্রায়শ্চিত্তকালের দিনগুলিতে মণ্ডলী কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। এই সময় কেবল কি খাওয়া হচ্ছে, বাদ দেওয়া হচ্ছে তা নয় বরং হৃদয় পরিবর্তন করা এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসা। সেবামূলক কাজে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ পুরো সময় জুড়ে সেবা, প্রার্থনা করতে এবং আরাম-আয়েশ ত্যাগ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এভাবেই মনে পরিবর্তন ঘটিয়ে ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাসী হয়ে নিজেকে নবীকরণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় যাত্রা করে মুক্তির পুনরুত্থান বা পাস্কা রহস্যে যোগদান করে।

উপবাসকালে যিশুর আহ্বান: "সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। যিশুর প্রচারের শুরুতেই এই আহ্বান একেবারেই নিশ্চিত যে জীবন পেতে হলে, বাঁচতে হলে মন পরিবর্তন ও মঙ্গলসমাচার বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিশু নিজেই ঐশবাণী ও ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই সেই রাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন! শর্ত একটাই মনের পরিবর্তন। এতেই পরিষ্কার মনের অবস্থা ভালো নয়। পরিবর্তন দরকার।

উপবাসকালে কৃচ্ছ্রতা সাধন করে দেহ-মন-আত্মার উপবাস করে ধ্যান-প্রার্থনা ও নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্নাতেই মনের পরিবর্তন হয়। শুদ্ধ হয় দেহ-মন-আত্মার! আর এভাবেই ঐশরাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে উঠি। তাই এই তপস্যাকালে প্রায়শ্চিত্তের দয়াদান ও প্রার্থনাই পারে আমাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করতে। আর আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে মনে রাখা দরকার; যিশু, যিনি আমাদের মন পরিবর্তন করে ঐশরাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন; তাঁকে অনুস্মরণ করা। "তিনি নিজেকে নমিত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন। এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু মেনে নিলেন" *(ফিলিপ্পিয় ২:৮)*। দয়াদানের নিমিত্তে উপবাসে ত্যাগস্বীকার ও প্রার্থনায় নিজেকে নমিত করে যিশুর সঙ্গে নিজ নিজ ক্রুশ বহন মুক্তি তীর্থে এগিয়ে চলা।

উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদান: উপবাসকালে মণ্ডলী ৩টি বিশেষ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে; 'প্রার্থনা' *(দ্র: মথি ৬:৫-১৫ ও ১৮:১৯-২০);* 'উপবাস' *(দ্র: মথি ৬:১৬-১৮)* ও 'দয়াদান/ভিক্ষাদান' *(দ্র: মথি ৬:১-৪)*। প্রার্থনা: উপবাস হলো প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গভীর করার একটি সময়। ধর্মশিক্ষা ঈশ্বরের নির্দেশনা এবং শক্তি অর্জনের উপায় হিসেবে প্রার্থনার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এটি বিশ্বস্তদের তাদের জীবন এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের উপর প্রতিফলন করে আরও গভীর প্রার্থনায় নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করে *(কা.ম.ধ. ২৫৫৮-২৫৬৫)*। প্রার্থনা এমনই একটি ক্রিয়া যা সম্পর্ক সৃষ্টি ও পুর্নোদ্ধার করে। বিশ্বাসের নবায়ন হয় ও আত্মার খোড়াক যোগায়। আমাদের প্রার্থনা হোক মন পরিবর্তন ও মিলনের প্রত্যাশায়।

উপবাস: উপবাস হল এক ধরণের তপস্যা যার মধ্যে আত্ম-শৃঙ্খলা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট খাবার বা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা জড়িত। ধর্মশিক্ষা অনুতাপ প্রকাশ এবং পুণ্য বৃদ্ধির উপায় হিসেবে উপবাসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে (কা.ম.ধ. ১৪৩৪-১৪৩৯)। এটি তুলে ধরে যে উপবাস ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি করবে।

দয়া, দান/ভিক্ষাদান: ভিক্ষাদান/দয়া দানের মধ্যে অভাবীদের প্রতি দান এবং উদারতার কাজ অন্তর্ভুক্ত। ধর্মশিক্ষা শিক্ষা দেয় যে এই অনুশীলনটি প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার এবং অন্যদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিকদের সেবা করার আহ্বানে জীবনযাপন করার একটি উপায় (কা.ম.ধ. ২৪৪৬-২৪৪৯)। দয়াদানকে একজনের বিশ্বাস এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের একটি বাস্তব প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

উপসংহার: তপস্যাকালে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত (উপবাস), ত্যাগস্বীকারের দয়াদান ও নম্রতায় আত্ম নিবেদনের (প্রার্থনা) মধ্য দিয়েই তো আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হই ও গ্রহণ করি দয়া অনুগ্রহে। "অনুগ্রহদানের সময়ে তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি আমি; পরিত্রাণের দিনে তোমার সহায় হয়েছি। আর এই তো সেই অনুগ্রহদানের সময়, এই তো সেই পরিত্রাণের দিন" *(২ করি. ৬:২)*। উপবাসকাল মন পরিবর্তনে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার আহ্বানে আত্ম মন পরীক্ষা, ত্যাগের সাধনা ও আত্মদানে নম্রতায় অন্যের সাথে সম্মিলিত মুক্তি তীর্থে আমাদের যাত্রা।

খ্রিস্টীয় উপবাসের উৎস ও সাংস্কৃতিক দিক

রঞ্জনা বিশ্বাস

উপবাস, মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় অনুশীলন, যা আত্মসংযম, অনুতাপ এবং আধ্যাত্মিক শুদ্ধির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। উপবাস বলতে সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য বা ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকা বোঝায়। খ্রিস্টধর্মে এর তাৎপর্য কেবল শারীরিক সংযমে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আত্মশুদ্ধি, অনুতাপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের একটি উপায়। খ্রিস্টীয় উপবাসের মূল উৎস বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বর্ণিত আছে। মোজেস সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিধান গ্রহণের আগে চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন। প্রবক্তা এলিয়ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে উপবাস পালন করেন। তবে খ্রিস্টীয় উপবাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো যিশুখ্রিস্টের মরুভূমিতে চল্লিশ দিনের উপবাস। এই সময় তিনি শয়তানের নানা প্রলোভন প্রতিহত করেন, যা আত্মসংযম ও আধ্যাত্মিক দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। উপবাস খ্রিস্টানদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ এবং পাপ থেকে ফিরে আসার একটি অনুশীলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

খ্রিস্টীয় উপবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর সাংস্কৃতিক প্রভাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি কেবল ধর্মীয় আচারের প্রভাবে বিভিন্ন সমাজে বিশেষ খাদ্যসংস্কৃতি ও সামাজিক রীতির জন্ম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক খ্রিস্টীয় সমাজে এসময় মাছ-মাংস খায় না, অনেক সমাজে মাছ খাওয়া হলেও শুক্রবারে মাছ, মাংস বর্জন করা হয় আবার অনেক সমাজে তপস্যাকালে শুক্রবারে মাংস খাওয়া হয় না কিন্তু মাছ খাওয়ার প্রথা গড়ে উঠেছে। ইস্টারের আগে 'হট ক্রস বান'সহ নানা খাবার জনপ্রিয় হয়েছে। একই সঙ্গে এই সময়ে ভালো কাজে দানশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং গির্জাকেন্দ্রিক সামাজিক কার্যক্রম জোরদার হয়, যা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ায়।

ইহুদী ও খ্রিস্টীয় উপবাসের তুলনামূলক আলোচনা

ইহুদী ও খ্রিস্টীয়, উভয় ধর্মেই উপবাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। খ্রিস্টধর্ম ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিকশিত হওয়ায় এই দুই ধর্মের উপবাস প্রথার মধ্যে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পার্থক্যও দেখা যায়। ইহুদী ধর্মে উপবাস প্রধানত অনুতাপ, পাপস্বীকার এবং ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা মুখ্য। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো ইয়োম কিপ্পুর বা প্রায়শ্চিত্ত দিবস। এই দিনে প্রায় ২৫ ঘণ্টা খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি ইহুদী বিশ্বাসীরা কাজকর্ম, বিলাসিতা এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পায়ে জুতা পড়া হয় না। উপবাস এখানে ব্যক্তি ও সামষ্টিক পাপের জন্য অনুশোচনার প্রতীক। এছাড়া 'তিশা ব'আভ'-এর মতো শোকের দিন, যা জেরুশালেমের মন্দির ধ্বংসের স্মৃতিকে ধারণ করে, সেই দিন উপবাস পালন করা হয়। অর্থাৎ ইহুদী উপবাসে ঐতিহাসিক স্মৃতি, জাতিগত বেদনা এবং ধর্মীয় দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায়।

অন্যদিকে খ্রিস্টীয় উপবাসের কেন্দ্রবিন্দু হলো আধ্যাত্মিক নবায়ন এবং যিশুখ্রিস্টের জীবন ও ত্যাগের অনুসরণ। ইস্টারের আগে পালিত তপস্যকাল হলো খ্রিস্টীয় উপবাসের সবচেয়ে পরিচিত সময়, যা যিশুর চল্লিশ দিনের উপবাসকে স্মরণ করায়। এই সময় বিশ্বাসীরা খাদ্যসংযমের পাশাপাশি প্রার্থনা, ভালো কাজে দান এবং আত্মপর্যালোচনায় মনোনিবেশ করে। খ্রিস্টীয় উপবাস তাই কেবল পাপস্বীকার নয়; বরং অন্তরের পরিবর্তন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণের প্রস্তুতি।

দুই ধর্মে উপবাসকে বাহ্যিক আচার হিসেবে নয়, বরং অন্তরের আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইহুদী প্রবক্তারা যেমন সতর্ক করেছিলেন যে নিছক খাদ্যত্যাগ ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যদি ন্যায় ও দয়া অনুপস্থিত থাকে, তেমনি যিশুও শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন উপবাস প্রদর্শনের জন্য না করা হয়, বরং বিনয়ের সঙ্গে পালন করা হয়। অর্থাৎ উভয় ধর্মেই নৈতিকতা ও আন্তরিকতা উপবাসের মূল চেতনা। তবে পার্থক্যও স্পষ্ট। ইহুদী উপবাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ ও জাতিগত পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে, যেখানে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে নৈতিক দায়বদ্ধতা পুনর্নিশ্চিত হয়। বিপরীতে খ্রিস্টীয় উপবাস বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সর্বজনীন। মানুষের অন্তর পরিবর্তন, আত্মসংযম এবং খ্রিস্টের দুঃখভোগে প্রতীকী অংশগ্রহণ এখানে মুখ্য। আর একটি পার্থক্য হচ্ছে উপবাস পালনের ধরনে। খ্রিস্টানদের মধ্যে তপস্যাকাল প্রায় ৪০ দিন, যাকে গুচ্ছ উপবাস বলা যায়, তেমন গুচ্ছ উপবাস ইহুদী ধর্মে নেই। ইহুদীদের উপবাস সাধারণত নির্দিষ্ট কয়েকটি আলাদা দিনে পালন করা হয়। ইহুদীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সময়ের একক উপবাস ইয়োম কিপ্পুর বা প্রায়শ্চিত্ত দিবসের উপবাস এবং তিশা বি'আভ বা শোকের উপবাস, যার সময় কাল টানা প্রায় ২৫ ঘণ্টা । অন্যান্য উপবাসগুলোও একদিনের হলেও যার সময়কাল ১২-১৩ ঘন্টা। এগুলো হচ্ছে– এস্থারের উপবাস, ১৭ তামুজ, ১০ তেভেত ও তজোম গেদালিয়াহ। তবে তারা Ten Days of Repentance বা দশ দিনের অনুতাপ অর্থাৎ রোশ হাশানাহ থেকে ইয়োম কিপ্পুর পর্যন্ত ১০ দিন পালন করলেও এ সময় উপবাস করা বাধ্যতামূলক নয় তবে কেউ চাইলে এক বা একাধিক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস পালন করতে পারে।

আরেকটি পার্থক্য হলো উপবাসের কঠোরতায়। উপবাস কালে ইহুদীদের খাদ্য পরিহারের সময় দীর্ঘ কিন্তু খ্রিস্টীয় উপবাসে সময়ের দীর্ঘতা কম। একই সঙ্গে খ্রিস্টীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফলের রস, সরবত ইত্যাদি পানীয় গ্রহণের অনুমতি আছে, এমন অনুমোদন ইহুদী উপবাসে নাই। যদিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে নিয়মের ভিন্নতা রয়েছে, তবুও এই প্রবণতা সামগ্রিকভাবে লক্ষণীয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ইহুদী ও খ্রিস্টীয় উপবাস একই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ। একদিকে ইহুদী উপবাস ইতিহাস, শোক এবং জাতিগত স্মৃতিকে ধারণ করে; অন্যদিকে খ্রিস্টীয় উপবাস জোর দেয় ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। তবে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপবাসের গভীর অর্থ রয়েছে। প্রথমত, এটি আত্মশুদ্ধির একটি উপায় যা মানুষের ভোগপ্রবণতা ও অহংকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঐশী জীবন গঠনে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, উপবাস অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ। এটি মানুষকে নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে এবং নৈতিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। তৃতীয়ত, উপবাস সহমর্মিতা শেখায়। ক্ষুধার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে, যা খ্রিস্টীয় ভালোবাসা ও দয়ার শিক্ষাকে বুঝে উঠতে সাহায্য করে।

প্রবাসে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা-২

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একজন প্রকৃত লেখকের কর্মকাণ্ডকে অভিবাসন কখনোই বিপন্ন বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে না, এর বড় প্রমাণ এই গুণী লেখক-সাংবাদিকবৃন্দ। অভিবাসী লেখক-সাংবাদিকদের সুবিধা হচ্ছে, তাঁরা একাধারে পিছনে ফেলে আসা জন্মভূমির উজ্জ্বল-স্মৃতি এবং প্রবাসে তাঁর চারপাশে বসবাসকারী অভিবাসী সমাজের আবহের নিরেট বাস্তবতা দুটিই পাশাপাশি তুলনা করতে পারেন। ফলে তাঁদের লেখার প্রেক্ষাপট শুধু সমৃদ্ধই হয় না, বরং খুলে দেয় দেখার ভিন্ন জানালা। তৃতীয় নয়ন।

এখানে প্রবাসী বাঙালি কৃতী বাঙালিদের প্রতিনিধি হিসেবে নীরদচন্দ্র চৌধুরী (জন্ম: ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৭ খ্রি; মৃত্যু: ১ আগস্ট, ১৯৯৯ খ্রি), তপন রায়চৌধুরী (জন্ম: ৮ মে, ১৯২৬খ্রি; মৃত্যু: ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রি), আবদুল গাফফার চৌধুরী (জন্ম: ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪ খ্রি-মৃত্যু: ১৯ মে ২০২২ খ্রি), গোলাম মুরশিদ (জন্ম: ৮ এপ্রিল ১৯৪০ খ্রি মৃত্যু: ২২ আগস্ট ২০২৪ খ্রি) এবং শাহাদুজ্জামান (জন্ম: ১৯৬০ খ্রি), এই পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করতে পারি। বর্তমান সময়ে, একমাত্র শাহাদুজ্জামান জীবিত আছেন। প্রথমোক্ত চারজন প্রয়াত হয়েছেন। আলোচিত বাঙালিদের প্রথম দু'জন ভারতীয় পরের তিন জন বাংলাদেশিকে সময়ের ও দেশের প্রতিনিধি হিসেবেই নির্বাচিত করা হয়েছে। তাঁরা প্রবাসে স্থায়ীভাবে অবস্থান ও বসবাস করেও দেশ, দেশের জনগণ, সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিজেদের জীবনের সাথে যুক্ত করে নিয়েছেন। তাঁরা বাঙালির গর্ব। তাঁদের মতো আরও অনেক বাঙালি, প্রবাসে বাংলাদেশ, বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছেন। সবার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমরা প্রয়াতদের আত্মার চিরশান্তি এবং জীবিত শাহাদুজ্জামানের দীর্ঘ জীবন এবং সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

বাঙালি অনেকেই এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। জীবিকার জন্য তাঁরা যে কেবল সাধারণ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন, ব্যবসায় উন্নতি করছেন তা নয়। বাঙালি এখন শ্রম, ঘাম, মেধা, সাধনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছেন। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সৃজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কুশলতায় বিস্ময় সৃষ্টি করে তাঁদের মেধার প্রমাণও রেখে চলছেন। আমাদের কৃতি বাঙালিদের বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞের সুখ্যাতি, বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে! তাঁদের সম্মান ও গৌরবে বাংলাদেশের আপামর জনগণের সাথে আমরাও সমধিক গর্বিত!

প্রবাসে জীবন-জীবিকার প্রাণপণ লড়াই-সংগ্রামের পাশাপাশি বাঙালিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিরন্তর লড়াই সংগ্রামও চলছে। বিদেশে বসবাসরত বাঙালিরা নিজস্ব সামাজিকতা সুসংগঠিত ও সংহত করতে, নিজেদের সংস্কৃতির জাগরণ উত্তরণের মাঠে নিরলস যোদ্ধা হিসেবেই সক্রিয় রয়েছেন। বাঙালিদের এই পরিশীলিত চরিত্র ও জীবনবোধ সম্পর্কে বিদেশি সম্প্রদায়ও অবগত আছে। তাদের মননে, বাঙালিদের অনন্য উজ্জ্বল-চারিত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হল বাঙালিদের অদম্য সাহস, জাতীয়তা, দেশপ্রেম, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, মর্যাদা ও সম্মান। ভিন দেশে অবস্থানকালে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের অনলে দগ্ধ হয়েই বাঙালিরা, নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পেরেছেন। ভীনদেশিদের কাছে, নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের এই চরিত্র আমাদের প্রবাসীদের অর্জিত অমূল্য সম্পদ। ওই সম্পদকে পুঁজি করেই, প্রবাসীরা এগিয়ে যাবেন স্বপ্নপূরণের অভীষ্ট লক্ষ্যে। বিশ্বাস রাখি, অদুরভবিষ্যতে বাঙালিরা বিশ্ব জয় করবেন। জয়তু প্রবাসী বাঙালি!

প্রবাসী বাঙালিরা শুধু 'শ্রমজীবী', 'কর্মজীবী', 'পেশাজীবী' ও অর্থ উপার্জনকারী 'রেমিট্যান্স-যোদ্ধা' অভিধায় পরিচিত হবেন কেন? শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবাসজীবনে বাঙালিরা, কেবল বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেন না। তাঁরা লড়াই করছেন, নিজেদের বিবর্তন ও ভাষা-সংস্কৃতিকে বিশ্বজনীন স্তরে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিশ্বের বহু উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, নিজস্ব সংস্কৃতিতে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলছে বাঙালির। এই টিকে থাকা শুধুমাত্র জীবনকে বদলানোর জন্য নয়; সামগ্রিক মুক্তি, সম্ভাবনাময় রূপান্তরযোগ্য এবং টেকসই উন্নয়নের জন্যও। এই বিবর্তনের পথ ধরেই একদিন, বাঙালি-সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠবে পৃথিবীর দেশে দেশে। বাঙালিরা আজ বিশ্বের বহু দেশে, এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। একটি জাতির ভাষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি-ঐতিহ্য হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। এই সংস্কৃতি ও ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। নিজস্ব ভাষার, সংস্কৃতির অঞ্চল গড়ে তোলা যায়। নিশ্চয় তা হবে নিশ্চিত গৌরবের। এ জন্য প্রবাসে আমাদের নতুন প্রজন্মর সাথে, বাঙালি-সংস্কৃতির নিবিড় সংশ্লেষণ ঘটানো অতীব প্রয়োজন।

এ সময় আমাদের এ কথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের একটি শ্রেণি বিদেশি ভাষা শেখার মোহে পড়ে, নিজ মাতৃভাষাকে ভুলে যেতে বসেছে! উচ্চ-শিক্ষার জন্য ইংরেজী তথা বিদেশি ভাষার বিকল্প নেই। স্বীকার করতেই হবে ইংরেজীকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে, আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলাকে চরম অবহেলা করা হচ্ছে! এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকেও আশাব্যঞ্জক দৃশ্যমান তেমন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। প্রবাসেও তাই! প্রবাসে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, ইংরেজী বা বিদেশি অন্য ভাষা শেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে চলে আসা প্রবাসী বাঙালিদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া, এখন অনেকের জন্য 'বাড়তি ঝামেলা' হয়ে দাঁড়িয়েছে! অনেকেই বলেন, 'কী লাভ হবে বাংলা শিখে! এমনিতেই আমাদের শিশুরা ব্যস্ত হয়ে আছে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে, অন্য কোন ভাষা শিখলে লাভ হবে। বাংলা কোন কাজেই আসবে না!' আমাদের মনে রাখতে হবে, নিজেদের ঘরে বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা করে আমরা আমাদের শিকড় থেকে আলাদা হয়েই যাচ্ছি!

অন্যদিকে এর বিপরীত চিত্রও দৃশ্যমান। এ চিত্র দেখে, বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত হই! বহির্বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও চর্চা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অনেক বিদেশি বাংলাপ্রেমী, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-অধ্যাপক-গবেষক যুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন করছেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব-পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে, তাঁরাও তাঁদের সাধ্যমতো অবদান রেখে যাচ্ছেন! তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই!

প্রবাসের মাটিতে, অনেক দেশে বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে, বাংলা-ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের প্রতীক শহীদ-মিনার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো, সে সমস্ত দেশেও একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা বর্ষবরণ এবং অন্যান্য আয়োজনে বাঙালি সমাজ সমবেত হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। সেখানে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি। এগুলো ছাড়াও বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে ও আয়োজনে, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলমান। সেখানে বাঙালিদের উৎসাহব্যঞ্জক সক্রিয়-অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়!

(বাকি অংশ ১৭ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

৪০ তম জাতীয় যুব দিবস- ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

তারিখ: ১-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্থান: লূর্দের রাণী মা মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

মূলসুর: "তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" (যোহন ১৫:২৭)

খ্রিস্টবিশ্বাসী যুব জীবনে নবজাগরণ, খ্রিস্টের জীবন্ত সাক্ষী হওয়ার জীবনাহ্বান, অন্ধকারে আলো ছড়ানো, হতাশায় আশা জাগানো, বিভেদের মাঝে ঐক্যের সেঁতু তৈরি করা, সমাজ রূপান্তর ও জুবিলীর সেই নবীন উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ৪০ তম জাতীয় যুব মহোৎসব ও তীর্থোৎসব। এটি উদ্‌যাপিত হয় বিগত ১-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ লূর্দের রাণী মা মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে। আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় এই যুব তীর্থোৎসবে বাংলাদেশের ৮ টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, যুব সমন্বয়কারী, যুব এনিমেটর, স্বেচ্ছাসেবক ও যুবক-যুবতীসহ মোট ৪৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন। **সজল বালা ও অর্ণব** রোজারিও এর বিস্তারিত প্রতিবেদনে ৪০তম যুবদিবসের আদ্যোপান্ত ওঠে এসেছে।

প্রথম দিন- ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬খ্রিস্টাব্দ

Discover of Christ in our midst and experiences of true Christian Joy

প্রথম দিন সকালে ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত অতিথি, যুব সমন্বয়কারী ফাদার ও অংশগ্রহণকারী যুবাদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ তাদের ছয়টি নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির গান, বাজনা, নাচ, তিলক, মিষ্টি ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ নৃত্য সহকারে অতিথিদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মঞ্চে প্রবেশ করে। ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ সকল অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা প্রদান করেন ও ৪০ তম জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ এর ধারণা ও এই ক্যাম্পাসের বিষয়ে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এই ক্যাম্পাসের নিয়মাবলী উপস্থাপন করেন ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি। এরপর জুবিলীর পুণ্যবর্ষের জাতীয় যুব দিবস ২০২৫ এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জাতীয় যুব কমিশন এবং যুব ক্রুশ নিয়ে ধর্মপল্লীতে তীর্থযাত্রার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। জাতীয় যুব দিবসের মূলভাব "তোমরাও আমার সাক্ষী, কারণ তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" *(যোহন ১৫:২৭)* নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। তিনি বলেন, "খ্রিস্টান যুবারা যিশুর চরিত্র ফুটিয়ে তুলে, অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করে, সত্যের পথে চলে, যিশুর শিক্ষা প্রচার করে, প্রার্থনায় ও সাক্রামেন্তীয় জীবন যাপন ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যিশুর সাক্ষী হতে পারে"। সেশনের পরে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ, ফাদার-সিস্টার ও যুবারা শোভাযাত্রা করে যুব ক্রুশ বেদী মঞ্চে নিয়ে আসে এবং ক্রুশকে ঘিরে গীতি নাট্য, প্রার্থনা ও ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে যুব ক্রুশ স্থাপন করা হয়। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও। উপদেশে তিনি বলেন, "যুবারা যিশুর সাথে বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক করে, তাঁর শিক্ষায় অবস্থান করে, কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে তাঁর উপর নির্ভর করে ও যিশুর মতো চিন্তা করেও যিশুর সাক্ষী হতে পারো, যা তোমাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারে সুখ।" রাতের আহারের পর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন সকলকে বরণ করে নেয় ফুল ও তাদের নাটোরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি কাঁচাগোল্লা ও পিঠা প্রদানের মাধ্যমে। ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের নিজ সংস্কৃতির ইতিহাস ও ধর্মপ্রদেশ এর ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এরপর প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ নিজেদের যুব কমিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে একে একে তাদের পরিচয় প্রদান সম্পন্ন করে। সবশেষে প্রার্থনা ও পরবর্তী দিনের দিক-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিন- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬খ্রিস্টাব্দ

*Encounter in Diversity and harmony in Unity

*Vocational Testimonies in the lives of Youth

প্রাতঃরাশের পর পরই যুবক যুবতীরা নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের ব্যানারসহ দলগতভাবে গ্রুপ ছবি তোলে। ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক প্রতিটি দল নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দিয়ে নিজ নিজ ব্যানার, কার্ড ও শ্লোগানের মাধ্যমে যুব র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। নিজস্ব বাদ্যবাজনার তালে তালে শ্লোগানের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি ও চারিদিক উৎসবমুখর হয়ে উঠে। র‍্যালী শেষে সকল ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ কমিশনের পতাকার সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতি নেয়। জাতীয় পতাকা, জাতীয় যুব কমিশনের পতাকা ও অন্যান্য ধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একই সাথে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস ও শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এপিসকপাল যুব কমিশনের পতাকা উত্তোলন করেন বিশপ সুব্রত গমেজ ও ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি, সেই সাথে আটটি ধর্মপ্রদেশের নিজ নিজ পতাকা উত্তোলন করেন সকল ধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ও অন্যান্য অতিথিগণ। পতাকা উত্তোলনের

সাথে সাথেই পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের লোগো উন্মোচন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য অতিথিগণ। সেইসাথে লোগোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন ফাদার প্রলয় ক্রুশ। শান্তির প্রতীক হিসেবে কবুতর অবমুক্তকরণ করা হয়। বেলুন উত্তোলনের মাধ্যমে বিশপ জের্ভাস রোজারিও যুব দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অতিথিদের ও অংশগ্রহণকারীদের মঞ্চে আসন গ্রহণের পরই যুব দিবসের থিম সং এ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের যুবাদের দলীয় নৃত্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপরে সকল অতিথিদের, যুব সমন্বয়কারী ও সেক্রেটারীদের উত্তরীয় পরিধান করানো হয়। ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। একই সাথে নৃত্য পরিবেশন করে বরিশালের যুবক-যুবতীরা। এরপর ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, প্রধান ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার বক্তব্য প্রদান করেন। ৪০ তম জাতীয় যুব দিবসের বিশেষ স্মরণিকা "যুবদৃষ্টি"র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর নাটোর জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাবের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক ধর্মপ্রদেশীয় হ্যারিটেজ কর্ণার উদ্বোধন করা হলে সকলে পরিদর্শন করে।

দুপুরের বিরতির পর বিকাল ৩:১৫ মিনিট থেকে ধর্মক্লাস শুরু হয়। এটি ৪টি আলাদা গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের মূলভাব ছিল ইয়ুথ কাউন্সিলিং: 'ভালোবাসার ভাষা ও যুবাদের আশা' এই বিষয় নিয়ে ড. সিস্টার গ্লোরিয়া রোজারিও এমপিডিএ ও অধ্যাপক সেলিনা আক্তার অধিবেশন শুরু করেন। অধিবেশনটি তিনি শুরু করেছিলেন দলীয় খেলা আয়োজনের মাধ্যমে। এরপর তিনি তাঁর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও মূল বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, সর্বদা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত। একইভাবে, তিনি সুন্দর মন ও সুন্দর চিন্তা ধারণের জন্য সবাইকে চোখ বন্ধ রাখার মাধ্যমে ব্যবহারিক কাজ করতে দেন। সেই সাথে কাউন্সিলিংয়ের গুরুত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের মূলভাব ছিল, 'যুব জীবনে আবেগ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও ম্যাকানিজম (AI vs OI, IQ vs EQ) এই বিষয় নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ও শরীফ হোসেন হৃদয় অধিবেশন শুরু করেন। তিনি যুবাদের মাঝ থেকে প্রশ্নগুলো নিয়ে তার সেশন পরিচালনা করেন। তিনি যুবাদের উপর পরবর্তী প্রজন্মের আস্থা বা ভিত্তি কি তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশপ ইম্মানুয়েল, যুবাদের আরো একতা, অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, ভালোবাসা, বিশ্বাস ভিত্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে তার ধর্মক্লাশের ইতি টানেন। সেশন শেষে সকলকে একত্রিত করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যা ৭ টায় সকল যুবাদের জন্য ও নিবেদিত জীবনের পর্ব হিসাবে সকল যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের হাতে প্রজ্বলিত মোমবাতি নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগের শোভাযাত্রা করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য ও উপদেশ বাণী রাখেন এপিসকপাল যুব কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। একই দিনে কমিশনের নির্বাহী সচিব ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি'র ব্রতীয় জীবনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায় খ্রিস্টযাগে তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা এবং শেষে তাকে ও অন্যান্য ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। রাতের আহার গ্রহণ এর পর ৪টি ধর্মপ্রদেশের (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও জিজাস ইউথ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এক্সপোজার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও প্রার্থনা মধ্যদিয়ে দিনটি সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন- ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬খ্রিস্টাব্দ

Cultural exchange: Celebration of youth Life and Full of shine

Park of Forgiveness: To experience God's Love and Mercy

অংশগ্রহণকারীদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাইবোনদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে এক্সপোজারের ব্যবস্থা করা হয়। এই এক্সপোজারে অংশগ্রহণকারীরা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন গ্রামে যান। অংশকারীদের ১২টি দলে ভাগ করে স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে পাঠানো হয়। গ্রামে গিয়ে স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য জনগণ ও যুবাদের দ্বারা অভ্যর্থনা গ্রহণ, প্রার্থনা, জীবন সহভাগিতা, মানুষের ব্যাপারে সার্বিক ধারণা অর্জন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনমুখী সংগ্রাম, গ্রাম পরিদর্শন ও তাদের সাথে হালকা নাস্তা সহভাগিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে।

বিকালে এনিমেশন উপস্থাপন করা হয়। এরপরে "যুব জীবনে ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলের গুরুত্ব"এই বিষয়ে সেশন প্রদান করা হয়। সেশনটি উপস্থাপন করেন কলকাতা থেকে আগত ফাদার তুষার গমেজ এসবিডি। তিনি তাঁর সেশনে বলেন, "বাইবেল হলো যুব জীবনে আলোস্বরূপ, যা তাদের জীবনে সঠিক পথ চেনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আত্মিক ও নৈতিক সুরক্ষা এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক।" সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও যুবাদের ব্যক্তিগত পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে নিরাময়, আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরের দয়ায় যুব জীবনের রূপান্তর, নবায়ন নিয়ে আসা হয়। আরাধনা পরিচালনা করেন ফাদার তুষার গমেজ, যিজাস ইয়ুথ, বিসিএসএম এবং পাপস্বীকার শুনেন উপস্থিত সকল ফাদারগণ। রাতের আহারের পর আলোর উৎসব ও বন্ধুত্বের আনন্দপর্ব শুরু হয়। শুরুতেই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে আলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ অগ্নি আশীর্বাদ করেন। এরপর পুরো আলোর উৎসব পরিচালনা করে খুলনা ধর্মপ্রদেশ ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। সবশেষে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আলোর স্পর্শ নিয়ে সমাপ্ত হয় তৃতীয় দিবস।

চতুর্থ দিন- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

*To be a channel for Affirming that the Catholic Church is a Living and young Church

সকালে দিনাজপুরের যুবাদের সহায়তায় ও ফাদার তুষারের পরিচালনায় মৌন ধ্যানের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনা ও প্রার্থনা পরিচালনা করা হয়। নাস্তার পর ফিরে এসে উপভোগ করা হয় খুলনা ধর্মপ্রদেশের এনিমেশন। এরপর সিল (SIL) বাংলাদেশের স্টাফদের সহযোগিতায় "The Joy of Youth: Living, Learning & Leading" এর অধিবেশন শুরু হয়। তারপর মানব পাচাররোধে যুব সচেতনতা বৃদ্ধিতে তালিথাকুমের সহায়তায় "Empowring Youth: Protector of Human Trafficking" অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। সেই সাথে যুব নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা গঠনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন জব বুস্টারের মিস কেথি প্রাপ্তি গমেজ।

আহারের পরে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের এনিমেশন উপস্থাপন করে ও ইতালীর রোম নগরীতে যুব জুবিলীতে অংশগ্রহণকারী জ্যোতি মুর্মূ ও মিস সারা থিগিদি তাদের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা সহভাগিতার মাধ্যমে যুবাদের আলোকিত ও প্রেরণকাজে উৎসাহিত করেন। পরে কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেন ফ্লেবিয়ান ও সিস্টার চম্পা এডলিন রোজারিও এমপিডিএ। কর্মপরিকল্পনার প্রস্তুতিতে নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশে সকলে আলোচনায় বসে ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

টিফিনের পর সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তাকে সহায়তা করেন উপস্থিত ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে দু'জন যুবক-যুবতী তাদের এই জাতীয় যুব তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। প্রাপ্তি আইন্দ বলেন, "আমি রোমে তীর্থ করতে যেতে না পারলেও আমার আর কোন দুঃখ নেই; আমি এই যুব তীর্থে অংশগ্রহণ করে আমার আত্মশুদ্ধি ও জীবন দর্শনে অনেক রূপান্তর অনুভব করতে পারেছি।" সবুজ হাঁসদা বলেন, "আমার তৃতীয়বারের মতো জাতীয় যুব দিবসে অংশগ্রহণের মধ্যে এই যুব দিবসটি সবচেয়ে নবজাগরণ ও নবায়ণের মূর্ছনায় নতুনত্ব, প্রাণবন্ত, প্রার্থনাপূর্ণ ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ যুব তীর্থোৎসব ও উৎসবমুখর মনে হয়েছে।" এরপর বিশপ সুব্রত সকলকে বুকে ডান হাত রেখে যুবপ্রতিজ্ঞা পাঠ করান। খ্রিস্টযাগ শেষে আট ধর্মপ্রদেশের আট জন যুবক-যুবতীর কাছে প্রেরণ বাণী প্রদান করা হয়। যুবদিবস আহ্বায়ক ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "যুবারা মনে রাখবে, তোমরা একা নও; তোমাদের এমন একটি মণ্ডলী আছে যারা তোমাদেরকে সমর্থন করে এবং তোমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিশ্বাস রাখে। ৪০ তম এই যুব তীর্থোৎসবের নবায়ন ও জাগরণ গ্রাম থেকে শহরে, সবখানেই লেগে যাক যুব উন্নয়নের ও তোমাদের জীবন মান বদলের ছোঁয়া।" পরবর্তীতে শোভাযাত্রা ও নৃত্যের মাধ্যমে আগামী ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপনের জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ হতে যুব ক্রুশ হস্তান্তর করা হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এর হাতে। রাতের আহারের পর সকল অতিথিদের উপস্থিতিতে যথাক্রমে বিসিএসএম, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ যুবারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সবার শুভ বিদায়ের মধ্য দিয়ে সময়ের প্রয়োজনে জীবন ও জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাণী প্রচার ও পালকীয় সেবাকাজের ক্ষেত্রে নতুন আলো, নতুন উদ্ভাবন, আর নতুন নেতৃত্বে অবগাহিত ও যিশুর সাক্ষী হওয়ার যুবস্বপ্ন নিয়ে ৪০ তম জাতীয় যুব দিবস অত্যন্ত সুন্দর, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিতভাবে সমাপ্ত হয়।

যুব দিবসে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন যুবার অনুভূতি

প্রাপ্তি বিয়াঙ্কা আইন্দ: এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ৪০তম জাতীয় যুব দিবসে দিনাজপুর ডায়োসিস থেকে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজ ফিরে তাকালে মনে হয়, এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান ছিল না; এটি ছিল আমার বিশ্বাস-যাত্রার এক নতুন অধ্যায়, যেখানে আমি শিখেছি কীভাবে একজন যুবা হিসেবে খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

যুব ক্রুশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুরো আয়োজনের সূচনা যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল–আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো ক্রুশ। ক্রুশের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, যিশুর ত্যাগ কেবল অতীতের একটি ঘটনা নয়; তা আজও আমাদের জীবনে জীবন্ত। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের সময় অনুভব করেছি, আমরা শুধু শ্রোতা নই, আমরা অংশীদার–তাঁর দেহ ও রক্তের অংশীদার, তাঁর ভালোবাসার অংশীদার।

গঠনমূলক সেশনগুলো ছিল আত্ম-অনুসন্ধানের এক গভীর প্রক্রিয়া। ফাদার তুষার গমেজ, SDB-এর ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনায় আমি বুঝতে পেরেছি–একজন যুবা হিসেবে বাইবেল শুধু পড়ার বই নয়, এটি জীবনের দিশারি। স্যার শরীফ হোসেন হৃদয়ের "ইয়ুথ সুপার পাওয়ার" সেশনটি যেন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর কথায় আমি উপলব্ধি করেছি, নিজের সীমাবদ্ধতাকে অজুহাত না বানিয়ে তা অতিক্রম করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত শক্তি।

সিস্টার গ্লোরিয়া রোজারিও MPDA-এর ভালোবাসার ভাষা ও যুবাদের আশা বিষয়ক সেশনটি ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন–ভালোবাসার ভাষা বুঝতে ও বলতে শিখলে আমরা একে অপরের জন্য আশার উৎস হতে পারি। কঠোর সমালোচনা নয়, আন্তরিক শ্রবণ ও সহানুভূতিই একজন ভগ্ন হৃদয়ের যুবাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

ক্রুশীয় আরাধনার মুহূর্তটি ছিল আমার জন্য সবচেয়ে গভীর ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। নীরবতার মাঝে যখন ক্রুশের দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল যিশু যেন বলছেন–"তুমি একা নও।" আমার সমস্ত ব্যর্থতা, অপরাধবোধ, অযোগ্যতা ও কষ্ট আমি তাঁর পায়ে সমর্পণ করেছি। সেই সমর্পণের মধ্য দিয়ে যে শান্তি ও আরোগ্য লাভ করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। উপলব্ধি করেছি–আমি তাঁর ভালোবাসার যোগ্য, কারণ তিনি আমাকে প্রথমে ভালোবেসেছেন।

এই পাঁচটি দিন আমাকে শুধু অনুপ্রাণিত করেনি, আমাকে রূপান্তরিত করেছে। আমি বুঝেছি, সাক্ষী হওয়া মানে শুধু মুখে বিশ্বাসের কথা বলা নয়; জীবনের প্রতিটি কাজে, আচরণে ও সিদ্ধান্তে খ্রিস্টের উপস্থিতি প্রকাশ করা। একজন যুবা হিসেবে এখন আমার দায়িত্ব–নিজ পরিবার, প্যারিশ ও সমাজে তাঁর ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটানো।

আজ আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি–এই যুব দিবস আমাকে নতুন চোখে দেখতে শিখিয়েছে, নতুন হৃদয়ে ভালোবাসতে শিখিয়েছে এবং নতুন সাহসে সাক্ষী হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। সত্যিই, আমি তাঁর সাক্ষী–কারণ তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে পথ চলতে প্রস্তুত।

যুব জীবনে যুব দিবসের সেশন/ক্লাস এর প্রভাব নিয়ে মতামত ব্যক্ত করে;

মারীয়ান শিমলা গমেজ বলে, "তোমরাও আমার সাক্ষী কারন তোমরা আমার সাথেই রয়েছ" *(যোহন ১৫:২৭)* মূলভাবের আলোকে ড. ফাদার শংকর গমেজের সেশনে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি খ্রিস্ট আমাদের দূর থেকে দেখেন না তিনি আমাদের সাথে হাঁটেন আর সেই অভিজ্ঞতাই আমাদের জীবনের সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফাদারের প্রতিটি কথা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

দ্বিতীয় দিনের সেশনের অভিজ্ঞতা আরও দারুন। দ্বিতীয় দিন আমরা আমাদের জোন/গ্রুপ অনুযায়ী ভাগ হয়ে ক্লাস করি। প্রথম ক্লাসটি ছিল ইয়ুথ কাউন্সেলিং: ভালোবাসার ভাষা ও যুবাদের আশা সেশনটি নিয়েছিল ড. সিস্টার গ্লোরিয়া রোজারিও এমপিডিএ যেখানে আমরা সবাই আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি মনের কথাগুলো মন খুলে বলতে পেরেছি। এই সেশনটির মধ্য দিয়ে আমরা যুবারা সত্যিই আমাদের জীবনের মূল্য বুঝতে পেরেছি।

এরপরের ক্লাসটি ছিল AI vs OI, IQ vs EQ। সেশনটি নিয়েছেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি তার প্রতিটি কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন কীভাবে AI আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে এবং কীভাবে এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এই দক্ষতাগুলো জানা আমাদের জন্য অতীব জরুরি ছিল। সব মিলিয়ে বলতে পারি, এই দুই দিনের সেশন আমার পরবর্তী জীবনে চলার পথে এক অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা বহন করবে।

বীনা হাজরা: জাতীয় যুব দিবস ২০২৬-এ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহভাগিতা করার সুযোগ আমার জীবনের এক অপূর্ব আশীর্বাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও যার সহজ, বাস্তব ও হৃদয় ছোঁয়া কথায় AI, OI, IQ EQ-এর প্রকৃত

অর্থ নতুন করে বুঝতে শিখেছি। এই সহভাগিতা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গেছে। আমি শিখেছি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধিমত্তায়, আর জীবনকে চালাতে হবে মানবিকতায়। আজ বিশ্বাস করি, যুবাদের আসল শক্তি শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ের গভীরতায়।

এক্সপোজারের অভিজ্ঞতা

প্রেমা আন্তনীয়া: জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক্সপোজার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমাদের গ্রুপ নাটোর জেলার বড়াইপুর ইউনিয়নের কুমরুল গ্রাম পরিদর্শন করি। এই এক্সপোজারের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা, মানুষের জীবন-যাপন এবং যুব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

পরিদর্শনকালে আমরা কুমরুল গ্রামের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখি এবং গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পেশা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। গ্রামের মানুষজনের সরলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক বন্ধন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

এই এক্সপোজার আমাদের গ্রামীণ জীবন, যুব সমাজের বাস্তব চিত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর ধারণা দিয়েছে। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে এ ধরনের কার্যক্রম যুব সমাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

(১৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

আন্তর্জাতিক পর্যায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে, বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছা ও অকুণ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, বাংলাকে বিকশিত করার ধারাবাহিক আয়োজনকে আরও সমন্বিত ও গতিশীল করতে হবে।

বাঙালির ভাষা আন্দোলনের ফসল তার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ইউনেস্কো (UNESCO)-এর উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয়। কানাডায় বসবাসরত দু'জন বাঙালি, রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোতে একটি আবেদন দাখিল করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল অর্জন! বাঙালিদের গর্বের ও সম্মানের বিষয়! এই দুই কৃতি বাঙালিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

হাজার বছরের প্রাচীন ভাষার শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো এবং হাজারো সংকটের মুখেও একটি জাতিসত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়, বাঙালি তা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ এই সত্যটি যেমন নিজের দেশে, তেমনি বহির্বিশ্বেও প্রমাণ করেছে। এসব বাঙালি খাঁটি-বাঙালিয়ানার নিজস্ব আলোয় উদ্ভাসিত হয়েই, বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। প্রবাসে তাঁরা এখন সংঘবদ্ধ হয়েই বসবাস করছেন। অন্য জাতিগোষ্ঠীর মতো নিজেদের দেশের বাইরে অভিবাসী হয়েও তাঁরা বিলীন হয়ে যাননি। কর্তৃত্ববাদী ভিনদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির ডামাডোলে, নিজেদের অস্তিত্ব হারাননি। যত্নের সঙ্গে, আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁরা আগলে রেখেছেন। ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে, পরিশীলিত আবহে ভিন্ন মাত্রায় সেগুলোর চর্চা করছেন। যোগ করেছেন ভিন্নমাত্রা। এখানে বাঙালি সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে।

বিশ্বের দেশে দেশে বাঙালিদের মালিকানায় রয়েছে মিডিয়া-হাউজ, প্রকাশনা এবং বিপণন প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাংবাদিক, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীরা নিজেদের বিকশিত করার অবারিত সুযোগ পাচ্ছেন। বাঙালিদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও প্রচারের মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে পারছেন। ফলে বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের পরিচিতি বাড়ছে। এখানে স্বীকার করতেই হবে, প্রবাসের পরিসরে তাঁরা সবাই বাংলাদেশি সমাজ বিনির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন।

প্রবাসে প্রিন্টেড ভার্সনসহ ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন ভার্সনে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র, সাময়িকী, সাহিত্য সংকলন, বেতার-টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ভিত্তিক সাইট, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিনগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবেও ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক উদ্যোগগুলো সফল হচ্ছে। ফলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিবিধ বিষয়ে নিরন্তর চর্চা করে; সুদূর প্রবাসেও জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন লেখক-গোষ্ঠী, সাহিত্য-ফোরাম ও শিল্পীদের সংগঠন। বাঙালিরা কৃতিত্বের সঙ্গেই তাঁদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন! তাঁদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই!

বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসায়ের পাশাপাশি প্রবাসে সামনের সারিতে থেকে তাঁরা বাঙালি সমাজ গঠন, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, বাঙালি উৎসব-পার্বণ উদ্‌যাপনের মতো কাজও করে চলেছেন নিরলসভাবে। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এখানে গড়ে উঠেছে স্কুল, মসজিদ, মন্দির, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, বাজার, বিভিন্ন সংগঠনসহ বাঙালি সমাজ। তাদের নিরবচ্ছিন্ন লেখনী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী। প্রবাসে অবস্থান করে, দেশপ্রেমিক বাংলাদেশি মানুষ নানা উপায়ে, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। মহামারি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত দেশবাসীকে রক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এমনকি দেশে গিয়ে, অকুস্থলে উপস্থিত হয়েও, নিজেরা ত্রাণ বিতরণ করেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনেও শরিক হন। এ ছাড়া, বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসীরা দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে হাত বাড়িয়ে দেন। দুস্থ শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার ও লেখাপড়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন অনেকে। বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ, যশ, সম্মান বা অন্য কোন লাভের কথা ভাবেন না। তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই!

এত কিছুর পরেও আমরা বলব, প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি-সাহিত্যকে যত্নের সঙ্গেই লালন-পালন করতে হবে। বাংলাকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও তার প্রসার ঘটাতে, প্রবাসী সব বাঙালিকে নিতে হবে গুরুদায়িত্ব। তাদেরই ভেবে বের করতে হবে যথাসম্ভব নতুন উপায়। বাংলা সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-ঐতিহ্যকে ভালোবাসায় ও আন্তরিকতায় মননে লালন করতে হবে সবাইকে। বাঙালি-অধ্যুষিত প্রতিবেশে তার, ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। অভিবাসী প্রতিটি বাঙালির অন্তরে অক্ষয় বাঙালি-জাত্যাভিমানকে বিজাতীয় অনুভবে নয়, মননে বাঙালিসত্তায় আলোকিত হয়েই, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অন্যদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে আমাদের বাঙালি চেতনা তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করুক।

বাঙালিসত্তা নিয়ে প্রবাসের বৈরী পরিবেশে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে। এই সব চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সবার সম্মিলিত ঐক্য। আমাদের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্য সম্মিলিতভাবেই এগিয়ে আসতে হবে প্রবাসীদের। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের অমিয় সম্পদ বাঙালিসত্তাকে যত্নের সঙ্গেই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অর্পণ করে যেতে চাই আমরা! আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি, তাদের মধ্যে স্বদেশ ভাবনা ও প্রীতি জাগিয়ে তুলব আমরা। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা ও বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেব আমরা। আমাদের প্রজন্মকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সমৃদ্ধ শিকড় থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন হতে দেব না। এই হোক আমাদের সবার দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রতিজ্ঞা ও শপথ।

(গত ৬ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

৭. গির্জার নির্মাণ-শৈলী ও সংস্কৃত্যায়ন

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী সংস্কার আন্দোলনের সাথে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সর্বজনীন মণ্ডলীতে অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী কাথলিক মণ্ডলীতেই মাণ্ডলিক কাঠামো, প্রেরণকাজে অংশগ্রহণ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের গঠন ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই একটি নতুন ভাবধারায় গোটা মণ্ডলীর নবায়নের আন্দোলন শুরু হয়। এই মহাসভা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মহাসভার নির্দেশনা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে থাকে। আর ষাট-এর দশকের শেষ দিকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনও জোরদার হতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো। এরপর থেকে দুটি ধারা – একদিকে নতুন দেশ গড়ার ধারা, অপর দিকে মহাসভার পরবর্তী খ্রিস্টমণ্ডলীর নবায়ণের ধারা একই সাথে সক্রিয় ও চলমান হয়ে ওঠে। এই সময়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে "স্থানীয় মণ্ডলী" হয়ে ওঠার বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তখনকার মণ্ডলী পরিচালকগণ, বিশপ সম্মিলনী, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ এবং ভক্তজনগণের চিন্তা-চেতনা, কর্ম-পরিকল্পনা ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। পুরো মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের মণ্ডলীতে এই 'নবায়ন' প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমরা লাভ করেছি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা। এই পালকীয় পরিকল্পনার প্রথমভাগে রয়েছে বাংলাদেশ ও মণ্ডলীর বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে উদ্বেগপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণ গুলো চিহ্নিত করা এবং এরপর রয়েছে যুগলক্ষণগুলোর আলোকে মণ্ডলীর প্রত্যুত্তর রূপে সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ। এরপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের নীতিমালা। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর এই পালকীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে চতুর্থ অগ্রাধিকার হলো সংস্কৃত্যায়ন।

এই পালকীয় পরিকল্পনায় সংস্কৃত্যায়ন বলতে শুধু উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের কথা বলা হয়নি; বরং পুরো খ্রিস্টীয় জীবনে সংস্কৃত্যায়নের কথ াই বলা হয়েছে। এর ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তিরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে খ্রিস্টের দেহধারণ ভিত্তিক সংস্কৃত্যায়ন। ঐশতাত্ত্বিকভাবে সংস্কৃ ত্যায়নের মূল ভিত্তি হলো খ্রিস্টের দেহধারণ, আর এর প্রধান ধাপ গুলো হলো : (১) খ্রিস্ট মানব দেহধারণ করে পাপ ব্যতীত মানব স্বভাবের সকল বিষয়ে নিমগ্ন হয়েছেন, (২) তিনি মানব-স্বভাবের পাপময় ও অমঙ্গলকর সকল বিষয়ের নিন্দা ও বিনাশ করেছেন, এবং (৩) তাঁর মৃত্যু যাতনাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারা সব কিছু রূপান্তর করেছেন। তাই খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্যের ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত্যায়নের অর্থ এটা নয় যে, মানব সংস্কৃতি, যার মধ্যে মন্দতা ও পাপময় বিষয়ও রয়েছে, তার দ্বারা উপাসনা এবং খ্রিস্টীয় জীবনকে পরিবর্তন বা প্রভাবিত করা। বরং সংস্কৃত্যায়নের প্রকৃত বাস্তবতা হলো খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার, অর্থাৎ মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা ও মূল্যবোধ দ্বারা মানব সংস্কৃতিকে রূপান্তর করা, যেন তা সকল মানুষের জন্য মঙ্গলকর ও পরিত্রাণদায়ী হয়ে ওঠে। স্থানীয় মানব-সংস্কৃতি দ্বারা উপাসনাকে প্রভাবিত করলে উপাসনার মৌলিক বিষয় অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষতি করে ফেলব এবং উপাসনার 'বিনাশ' ডেকে আনব। এজন্য আইদান ক্যাভেনা বলেন :

"Adapting culture to the liturgy invariably results in the liturgy's demise. Adapting culture to the litugy is thus the only alternative, a far more demanding endeavor, but one worthy of logos. This is not to say that liturgy can exist apart from culture; only that liturgy must not chase after and lend support to cultural trends… The liturgy's duty is to enflesh and serve logos, and true liturgy celebrates nothing but the active presence of Three in all" (Aidan Cavanagh, *Elements of Rite*).

উপাসনা হল বিশ্বাসের রহস্যের উদযাপন, অর্থাৎ উপাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ ও ঘোষণা করি। এজন্য দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশনা অনুসারে পোপ ষষ্ঠ পল যখন পুণ্য উপাসনার সংস্কারের কাজ হাতে নেন তখন রোমীয় যজ্ঞরীতি (Roman Missal)-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সাথে সাথে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা (GIRM) প্রণয়ন করেন (১৯৬৯ খ্রি.) তার অবতরণিকা-য় প্রধান তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়গুলো সংস্কৃত্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

(১) উপাসনা অপরিবর্তিত বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করে : খ্রিস্ট প্রভু তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের যে শিক্ষা দিয়েছেন যা হলো আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের মৌলিক বিষয় *(Deposit of Faith)*, ইতিহাসের পরিক্রমায় সকল নির্যাতন, বিরোধিতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খ্রিস্টমণ্ডলী এই বিশ্বাসকে অপরিবর্তিত, অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত রেখেছে, আর এই অপরিবর্তিত বিশ্বাসই মণ্ডলী ঘোষণা করে তার উপাসনার মধ্য দিয়ে (*দ্র. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, নং ১১২৪-১১২৫)। সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির এমন কোন উপাদান উপাসনায় সংযোজন করার ফলে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় কিংবা এই বিশ্বাসের অক্ষুণ্নতা বিনষ্ট হয়, তাহলে সেই সংস্কৃত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(২) উপাসনা অখণ্ড ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দান করে: খ্রিস্টমণ্ডলীর 'ঐতিহ্য' *(The Tradition)* বলতে বোঝায় যিশুখ্রিস্ট প্রেরিতশিষ্যদের যা-কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা সেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং পরবর্তী ধর্মপালদের হাতে সেই একই শিক্ষা হস্তান্তর করেছেন, এবং আজও পর্যন্ত কাথলিক মণ্ডলীতে এই যে বিশ্বাসের শিক্ষা-দানের কাজ চলমান, সেই 'পরম্পরাগত শিক্ষা'। যুগের পর যুগ নানা প্রতিকুলতা, বাঁধা-বিঘ্ন এবং ভ্রান্তমতবাদ *(heresy)*-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কাথলিক মণ্ডলী এই পুণ্য ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন, অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রেখে আসছে। এজন্য সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির নানা উপাদান উপাসনায় অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টাও খ্রিস্টমণ্ডলীর অক্ষণ্ড ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত শিক্ষাকে পরিবর্তিত বা বিকৃত করে ফেলতে পারে, কারণ মানব-সংস্কৃতিকে 'মন্দতা' ও 'অ-খ্রিস্টীয়' বিষয়াদি রয়েছে।

(৩) উপাসনা নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ-খাইয়ে নেবার জন্য উন্মুক্ত : উপাসনা আবার নতুন বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন, নতুন যুগের মানুষের জন্য অর্থহীন কিংবা বাস্তবতার সাথে মিল নেই এমন কিছুতে যেন পর্যবসিত না হয় সেজন্য বিশ্বাস ও ঐতিহ্য অপরিবর্তিত ও অখণ্ড রেখেও কিভাবে 'খাপ-খাইয়ে' নেওয়া যায় তার জন্য উন্মুক্ত। খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরু থেকেই এই খাপ-খাইয়ে নেওয়া বা *adaptation*-এর প্রক্রিয়া চলে আসছে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জেজুইট সংঘের ফাদার পেদ্রো আরুপ্পে সংঘের সকল সদস্যদের নিকট *"On Inculturation, to the Whole Society"* শিরোনামে একটি পত্রে এ বিষয়টি উত্থাপন করেন। এ ছাড়া ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের International Theological Commission কর্তৃক প্রকাশিত *Faith and Inculturation* শিরোনামে অপর একটি পালকীয় পত্রে বিশ্বাসের কোনরূপ ক্ষতি না করে কিভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় অর্থপূর্ণভাবে মঙ্গলসমাচার ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করা সম্ভব এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এই সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় সংস্কৃত্যায়নের একটি সহজতর দিক, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক কিছু বিষয় (গান, নাচ, দেশীয় কিছু উপকরণ) উপাসনার কয়েকটি অংশে যোগ করে দিলেই প্রকৃত সংস্কৃত্যায়ন হয় না। সংস্কৃত্যায়নের প্রধান ও মূল বিষয়টি হলো :

"…the Church as the prolongation in time and space of the incarnation of the Word of God…the mystery of the incarnation is the theological principle of daptation. The Word of God, inassuming the condition of man, except sin, bound himself to the history, culture, traditions and religion of his own people… The imparetive of inculturation is that the Gospel penetrates into a culture, become enfleshed into it, and finally transforms it so as to become salvific" (Anscar J. Chupungco, O.S.B. *Cultural Adaptation of the Liturgy*, Paulist Press, NY, 1982). *(চলবে)*

ছোট্ট টুনটুনের তপস্যা

সবুজ গাছপালা আর পাখির ডাকে ভরা এক শান্ত বনে থাকত টুনটুন নামে এক চঞ্চল কিন্তু ভালো ছেলে। টুনটুনের সব সময় খেলাধুলা আর দুষ্টুমি করতেই ভালো লাগত। কিন্তু একদিন সে তার দাদুর কাছে "তপস্যা" শব্দটা শুনে খুব অবাক হলো।

টুনটুন জিজ্ঞেস করল, "দাদু, তপস্যা মানে কী?"

দাদু হেসে বললেন, "তপস্যা মানে হলো মনোযোগ দিয়ে, ধৈর্য ধরে কোনো ভালো কাজ করা। একে তপস্যাকালও বলে –যে সময়টা আমরা নিজের মনকে শান্ত রেখে কিছু শিখি বা ভালো কিছু করি।"

টুনটুন ভাবল, "তাহলে আমিও তপস্যা করব! আমি হব ছোট্ট ঋষি!"

পরদিন ভোরে সে উঠেই বনের এক বড় আমগাছের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। চোখ বন্ধ করে বলল, "আমি এখন তপস্যা করছি। কেউ আমাকে ডাকবে না!"

কিছুক্ষণ পরই তার বন্ধু খরগোশ টিকু এলো।

"টুনটুন, চল খেলি!"

টুনটুন চোখ বন্ধ রেখেই বলল, "না, আমি তপস্যাকালে আছি!"

এরপর কাঠবিড়ালি কুটকুট এলো।

"চল দৌড় প্রতিযোগিতা করি!"

"না, আমি ধৈর্য ধরেছি," টুনটুন বলল।

পাঁচ মিনিটও যায়নি, হঠাৎ টুনটুনের পেট থেকে গুড়গুড় শব্দ হলো। সে একটু চোখ খুলে চারদিকে তাকাল। ঠিক তখনই তার সামনে একটা পাকা আম পড়ে গেল।

টুনটুন ভাবল, "এটা কি তপস্যার ফল?"

তারপর নিজেই হেসে বলল, "তপস্যা পরে হবে, আগে আম খাই!"

আম খেয়ে সে আবার বসে পড়ল। এবার সে ঠিক করল, সত্যি সত্যি মনোযোগ দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই একদল পাখি গান গাইতে শুরু করল। টুনটুনও গুনগুন করে গান ধরল। তারপর হঠাৎ উঠে নাচতে লাগল!

বিকেলে দাদু এসে দেখলেন, টুনটুন গাছের নিচে বসে ঘুমাচ্ছে। দাদু তাকে জাগিয়ে বললেন, "কী রে, তপস্যা কেমন হলো?"

টুনটুন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "দাদু, তপস্যা খুব কঠিন! আমি বসি, আবার খেলতে ইচ্ছা করে, খেতে ইচ্ছা করে, গান গাইতে ইচ্ছা করে!"

দাদু হেসে বললেন, "এই যে তুই চেষ্টা করেছিস, এটাই তপস্যার শুরু। তপস্যা মানে শুধু চুপ করে বসা নয়। মনোযোগ দিয়ে পড়া, মাকে কাজে সাহায্য করা, প্রতিদিন একটু করে নতুন কিছু শেখা–এসবই তপস্যা।"

সেদিন থেকে টুনটুন নতুনভাবে তপস্যা শুরু করল। সে প্রতিদিন সময়মতো পড়তে বসে, গাছে পানি দেয়, দাদুর গল্প মন দিয়ে শোনে, আর বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া না করে খেলাধুলা করে।

কয়েকদিন পর দাদু বললেন, "এখন তুই সত্যিকারের তপস্যাকালে আছিস–নিজেকে ভালো মানুষ বানানোর তপস্যা।"

টুনটুন খুশি হয়ে বলল, "তাহলে আমি ছোট্ট ঋষি হয়েই গেলাম!"

সেদিন থেকে বনের সবাই তাকে ডাকতে লাগল, "ঋষি টুনটুন!"

শিক্ষা: *তপস্যা মানে শুধু চোখ বন্ধ করে বসে থাকা নয়; ধৈর্য, মনোযোগ আর নিয়ম মেনে ভালো কাজ করাই আসল তপস্যা।*

একুশের কবিতা

তপতী ভেরোনিকা রোজারিও

২১ মানে রক্তে লেখা ২ আর ১ (দুই আর এক)
২১ মানে ৫২ এর ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ
২১ মানে রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার সালাম
তাইতো (মোরা) আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মর্যাদা পেলাম
২১ মানে শহীদ মিনারে মৌণতার মিছিল
২১ মানে শহীদের চরণে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ফুলেল
২১ মানে পাঁচটি স্তম্ভ ত্যাগের মহান প্রতীক
বাংলার সব দামাল ছেলেরা নির্ভীক সৈনিক
২১ মানে শহীদদের ত্যাগে রক্ষা পেল ভাষা
সেই ভাষাই মিষ্টি মধুর ভাব বিনিময়ে খাসা
মায়ের ভাষা রক্ষা করতে কিছু কথা যদি মনে রাখি
তবে মিথ্যে নয় সত্যটাকে আকড়ে সবাই বাঁচি
তাই, ২১ মানে চোখ মেলে আগে নিজেকে দেখ
২১ মানে শুভ ভাবনা ভাবতে শেখ
২১ মানে কথায় আর কাজে এক
২১ মানে ক্ষমতা নয় শিক্ষাটাই মর্যাদা পাক
২১ মানে বিবেকটাকে সদা সর্বদা জাগিয়ে রাখ
২১ মানে আমি আমি চুলোয় যাক
২১ মানে হিংসা লোভ স্বার্থপরতা ঘুচে যাক
২১ মানে হেথায় হোথায় সব খানেতে ন্যায্যতা পাক
২১ মানে রক্ত আর হানাহানি নয়,
ভালোবাসায় সবাই ডুবে থাক
২১ মানে সবার মনের ধর্মান্ধতা ঘুচে যাক
২১ মানে অলসতা ঝেড়ে কোমর বেধে কাজে লাগ
২১ মানে নিজের সংস্কৃতি আর কৃষ্টিটাকে বাঁচিয়ে রাখ
২১ মানে ভেদাভেদ নয় কাঁধে কাঁধ আর হাতে হাত
২১ মানে বাহ্যিকতা নয় আসল গুণের স্বীকৃতি পাক
২১ মানে অপসংস্কৃতি নয় মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাটা থাক
২১ মানে মনের যত দীনতা-হীনতা হতে সবাই মুক্তি পাক
২১ মানে এক থালায় সব ভাগ করে খাক
২১ মানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান,
মিলেমিশে সবাই শান্তিতে থাক
২১ মানে বিশ্বে সর্বত্র ভ্রাতৃত্ব সম্প্রীতি বজায় থাক
২১ মানে মুখোশ খুলে সবাই সত্যিকারের সাধু হোক
২১ মানে বাংলার মাটিতে সবার,
মুখের কোণে হাসি থাক ॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

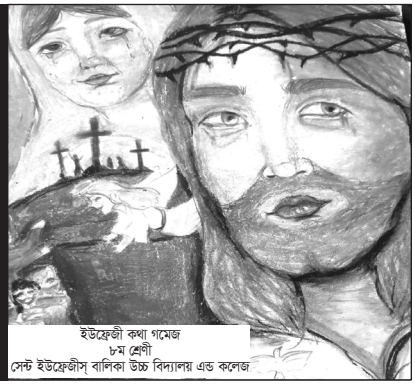

ইউফ্রেজী কথা গমেজ
৮ম শ্রেণী
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ

উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রালে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মূ: গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে 'পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস' সারাদিন ব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ভিকার জেনারেল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালপুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ফাদার শেখর ফ্রান্সিস কস্তা, ফাদার জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মূ, ফাদার পিউস গমেজ, সেন্ট রীতাস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ পিএমএস'র জাতীয় পরিচালক, সিস্টারগণ, এ্যানিমেটরগণ এবং অভিভাবকগণ সহ প্রায় ৪৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। শিশুমঙ্গল দিবসের মুলসূর ছিল, "খ্রিস্টে আমরা এক, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ"।

শুরুতেই সকাল ৯ টায় গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পুরহিত্য করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। তিনি তাঁর উপদেশ বাণীতে শিশুদের উদ্দেশে বলেন, "তোমরা মণ্ডলীর কর্ণধার; তোমরাই একদিন মণ্ডলীকে পরিচালনা করবে।" পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদারদ্বয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর সকল শিশুদের, এ্যানিমেটর, অভিভাবকগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণদের নিয়ে র‍্যালী করা হয়।

এরপর শিশুদের নিয়ে গ্রাম ভিত্তিক বাইবেলের পাঠ অনুযায়ী নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। নাটিকার শুরুতে ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি শিশুদের উদ্দেশে বলেন, "এখন তোমাদের জীবন হলো শিক্ষার সময়; এই সময় তোমরা যত পারো, শিক্ষা গ্রহণ কর। যাতে ভবিষ্যতে মণ্ডলীতে কাজ করতে পারো- এটাই তোমাদের জন্য কামনা করি।" অতঃপর ফাদার পিউস গমেজ শিশুদের জন্য গঠনমূলক ও শিক্ষণীয় বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরের আহার ব্যবস্থা করা হয়। আহার শেষ করে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষে পালপুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী সবাইকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে সাধু পিতরের মহাপর্ব উদ্‌যাপন

আশিক টপ্য: মুশরইল ধর্মপল্লী ও সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু পিতরের মহাপর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন পাল পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারাণ্ডী, ফাদার অনিল মারাণ্ডী ও ফাদার উজ্জ্বল গ্রেগরী। খ্রিস্টযাগের পূর্বে বিশপ এবং যাজকগণকে সাঁন্তালি কৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ বলেন, আমরা একসাথে সাধু পিতরের ধর্মাসন পর্ব উদ্‌যাপন করছি। আমরা অনেক আনন্দ করছি তবে আমাদের আরো বেশি সাধু পিতরের মতো হয়ে উঠতে হবে। সাধু পিতর ছিলেন মণ্ডলীর প্রথম পোপ; যার ধারাবাহিকতা এখনো বিরাজমান। মুশরইল সেমিনারীও সাধু পিতরের নামে উৎসর্গীকৃত। সেমিনারীয়ানরা সাধু পিতরের আদর্শকে ধারণ করে সেই পথেই যাত্রা করছে। আমাদের শত বাধা-বিপত্তির মুখেও যিশুকে ধারণ করা উচিত। ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। আপনাদের সকলকে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত হিসেবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত ও সেমিনারীয়ানদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ***তথ্যসূত্র:*** *বরেন্দ্র দূত*

দিঙ্গাডুবা সিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো রোগী দিবস

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ক্যাথিড্রাল গির্জার অধীনস্থ দিঙ্গাডুবা সিক সেন্টারে ফাদার প্রেমু রোজারিও'র পরিচালনায় প্রায় ৩০০ জনকে নিয়ে পালিত হয় রোগী দিবস। সন্ধ্যায় সেখানকার রোগী সেবিকা'সহ অন্যান্যদের নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রেমু রোজারিও এবং আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে কর্মরত ফাদারগণ। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে উপস্থিত নার্স, রোগী ও অন্যান্যদের উদ্দেশে বলেন, ৩৪তম বিশ্ব রোগী দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতার বাণী সামারীয় ব্যক্তির করুণা: অন্যের যন্ত্রণা বহন করে ভালবাসা- এ আলোকে বলেন, বর্তমান সময়ে, মানুষ ব্যস্ততার অজুহাতে উদাসীনতার সিঁড়ি বেয়ে পথ চলছে, ফলে আশেপাশের দুঃখ ও প্রয়োজনকে চিনে নিতে পারছে না। কিন্তু সামারীয় ব্যক্তির উপমা কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা পাই, সামারীয় ব্যক্তি আহত মানুষটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে যায়নি। বরং তিনি খোলা ও মনোযোগী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছেন। যিশুর দৃষ্টির মত-যা তাকে মানবিক ও করুণাময় ঘনিষ্ঠতায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ মানুষের প্রতি করুণা ও দয়া কেবল ব্যক্তিগত উদ্যোগ সীমাবদ্ধ না রেখে বরং ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অসুস্থ, ও দরিদ্র ভাই-বোনদের সেবা করা। এই দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছিল নার্সদের হস্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা। সকল নার্স পুণ্য বেদির নতজানু হয়ে অসুস্থ ভাইবোনদের সার্বিক কল্যাণার্থে দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে রোগীদের হাতে পবিত্র তেল লেপন করে এবং তাদের আশীর্বাদ করা হয় ও তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি লগ্নে দু'জন রোগী তাদের নিজেদের মতামত সহভাগিতা করেন এবং রোগী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখ: ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ, Estd. 01/05/2007, Reg. No. 05, Date: 19/07/2012

১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখ: ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ, ২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ

1st Amendment Reg. No. SA-01 (Act), Date: 05/01/2023, 2nd Amendment Reg. No. SA-02 (Act), Date: 20/03/2024

সূত্র ঃ কাক্কো/সেক্রেটারী/২০২৬-৩৮ তারিখ ঃ ২৩/০২/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর সকল সদস্য সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং ডেলিগেটগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৩ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকায়, কক্সবাজার স্থিত হোটেল সী প্যালেস, কলাতলী, কক্সবাজার-এ দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য সমিতির পক্ষ থেকে (১) একজন ডেলিগেট অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম দুপুর ২:৩০ ঘটিকা থেকে শুরু হবে।

উল্লেখ্য, কোন সদস্য সমবায় সমিতির পক্ষে গত ২০/০৬/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন-২০২৫-এ প্রতিনিধিত্বকারী ডেলিগেট পরিবর্তিত হয়ে থাকলে ডেলিগেট ফরম পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর কপিসহ কাক্কো লিঃ-এর উপ-আইনের ১৩(ক), (খ) বিধান মোতাবেক সর্বশেষ ০১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত কাক্কো লিঃ-এর স্থায়ী কার্যালয়ে পৌছানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, ০১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তিত ডেলিগেটের নাম প্রেরণ করা না হলে গত ২০/০৬/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন-২০২৫-এ প্রতিনিধিত্বকারী ডেলিগেটের নাম বহাল থাকবে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল ডেলিগেটগণকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ-

০১। উপস্থিতি গণনা ও কোরাম ঘোষণা;	১১। প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০২। আসন গ্রহণ;	১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন;
০৩। জাতীয়, সমবায়, কাক্কো ও অন্যান্য সদস্য সমিতির পতাকা উত্তোলন;	১৩। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;
০৪। পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা;	১৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গ্রহণ;
০৫। কার্যবিবরণী রক্ষক নিয়োগ;	১৫। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৬। চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ;	১৬। উপ-আইন সংশোধনী;
০৭। ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;	১৭। বর্তমান শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারণ;
০৮। বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;	১৮। বিবিধ আলোচনা (যদি কিছু থাকে);
০৯। সেক্রেটারীর কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১৯। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি।
১০। আর্থিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	

উল্লেখিত দিনে দুপুর ২:৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

কলিন্স টলেন্টিনু
সেক্রেটারী, কাক্কো লিঃ

সংযুক্ত : নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের ফটোকপি ------- ৩ (তিন) পাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : (১) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৩৭ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ এর ৮৮(৩) বিধি মোতাবেক কোন সদস্য সমিতির বার্ষিক চাঁদা, শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ অথবা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্যকোন পাওনা বকেয়া থাকলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভায় তার কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

অনুলিপি : ১। মাননীয় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, সদয় অবগতির জন্য।
২। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ সদয় অবগতির জন্য।
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড।
৪। অফিস কপি।

অফিস: নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইলঃ +৮৮ ০১৩২৯-৭২২৯৮৯
ই-মেইল: info@caccoltdbd.com, ওয়েব: caccoltdbd.com

Office : Neer-28, 74/1 (1st Floor), Monipuripara,
Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh
Phone : +88 02-223314004, Mobile : +88 01329-722989
E-mail: info@caccoltdbd.com, Web: caccoltdbd.com

বিজ্ঞ/৩৯/২৬

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission Hospital, Community Health Development, Training and Research organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following contractual position based at LAMB Hospital at LAMB Hospital under the Human Resources Department, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Head of HR **Post: 1 (Male/Female)**

Job Summary: The Head of Human Resources is responsible for the strategic leadership, management, and administration of the Human Resources (HR) function. This includes employee relations, recruitment and staffing, organizational design, succession planning, performance management, compensation and benefits, employee recognition, HR policy development, and learning and development. The position also supports the Executive Director in fostering an organization-wide culture of inclusion, cooperation, staff development, and adherence to principles of non-discrimination, justice, and accountability. Provides guidance and support to all levels of management and staff on HR-related policies, employee relations issues, and procedures. Serves as a member of the Management Team and as a liaison to the Personnel Committee.

Essential Requirements: Masters/ MBA preferably in Human Resource Management/ Business Studies or any other relevant field from any recognized university/ institution. Post Graduated Certification in Human Resources required. At least 10 years of progressively responsible experience in Human Resources leadership. Demonstrated ability to lead the fair and consistent implementation of Human Resources policies and procedures. Proven track record in driving change and leading transformational HR initiatives. Experience in the not-for-profit sector is considered an asset. Strong communication and leadership abilities, along with effective rapport-building skills, are essential for this role. Excellent interpersonal, negotiation, and conflict resolution skills are required.

Salary: Tk.72,500 per month gross. Other benefits include Medical Benefit, Provident Fund, and a festival allowance (100% of basic salary) once per year and critical illness & death benefit.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 17 March 2026.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential woman candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com Shomvob LinkedIn www.lambproject.org

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/৪০/২৬

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণ

আপনিও আমন্ত্রিত

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, শনিবার, ২১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের পার্বণ মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হবে। **পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ** উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

অনুষ্ঠান সূচী

নভেনা ১২ মার্চ, বৃহস্পতিবার - ২০ মার্চ শুক্রবার

নভেনার খ্রিস্টযাগ সকাল ৬:৩০ ও বিকাল ৪টায়

পার্বণ ২১ মার্চ, শনিবার

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ সকাল ৬:৩০টায় ও ৯টায়

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ১০০০ টাকা
পবিত্র খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য- ২০০ টাকা

* বিশেষ ঘোষণা: শুভেচ্ছা দানের মাধ্যমের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। আগ্রহীদের ১৮ই মার্চের মধ্যে অবশ্যই জানাতে হবে।

❖ ফ্রাইড রাইস ও ফ্রাইড চিকেন, সালাদ, লেবু ও পানি- ১৫০ টাকা।
❖ খিচুড়ি, সালাদ, লেবু ও পানি- ১০০ টাকা।

যোগাযোগ করুন-

- নিজ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত,
- মি. রবিন ডি'ক্রুজ - ০১৭২৬৫৫১৯৬৪,
- মি. সজল পীরিজ - ০১৭১৫০৩৫০৮২,
- ফাদার শাওন রোজারিও - ০১৩০৪৪৪৫৭৭২।

আপনারা সকলেই এ শুভ পার্বণানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত।

কৃতজ্ঞতাসহ,
শুলপুর ধর্মপল্লীবাসী
সিস্টার-ফাদারগণ

বিজ্ঞ/৩৮/২০২৬

বর্ষ ৮৬❖ সংখ্যা - ০৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 07
Regd. No. DA-33
❖ 1 -7 March, 2026, ১৬ - ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

‘পরমদেশে যাত্রার ১৩ বছর’

“পৃথিবীতে যার প্রেম ভরা মন তার ভালো কাজ করগো স্মরণ
তোমার ভক্তের কভুও মরণ জীবন করেনা হরণ।”

প্রিয় লিলি,

সময়ের আবর্তে তোমার পরমদেশে যাত্রার ১৩টি বছর পূর্ণ হলো। আমরা তোমার অনুপস্থিতে গভীর শূন্যতা অনুভব করি। তোমার সহজ-সরল কথা বলা, নম্র ব্যবহার, অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। আমরা তোমার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ কারণ তোমার মতো একজন সৎ, উদার, নিঃস্বার্থপর ও প্রার্থনাশীল মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেছি। এজন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের পরিবারের জন্য, সকল আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য তোমার কাছে আশীর্বাদ কামনা করি যেন তোমার আদর্শ অনুসরণ ক'রে এ জগতে বিশ্বাসের তীর্থ যাত্রায় আমরা সবাই সৎ জীবন-যাপন করতে পারি। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মার চির-শান্তি দান করুন - আমেন।

তোমার আশীর্বাদে গড়া পরিবার,

স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন সন্তান : লিভা, লিমা ও লিন্ডা রোজারিও
মেয়ে-জামাই : কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা নোনিস
নাতি-নাতনী : পুষ্পিতা ক্রুশ, ভিওলা বিশ্বাস ও জেনিসা নোনিস
অলিভার বিশ্বাস ও নোয়া নোনিস।

প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
করান, নাগরী।

বিজ্ঞ/৩৭/২০২৬

লেখা আহ্বান

প্রায়শ্চিত্তকাল ও পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

১৮ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবার দিয়ে শুরু হয়েছে এ বছরের প্রায়শ্চিত্তকাল। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজ হলো প্রায়শ্চিত্তকালের মূল তিনটি স্তম্ভ। উক্ত বিষয়গুলোসহ তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আপনার মূল্যবান যেকোন লেখা পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও ‘সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’ পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২০ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই ‘পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windos 97 এ কনভার্ট করে ই- মেইল-এ বিষয় অবশ্যই ‘পুনরুত্থান/ লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। - *সম্পাদক*

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org